রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No77. রেজিষ্টার নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮॥, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৮০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶০ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০॥০, ডাক মাশুল ১॥০টাকা প্রতি খণ্ড ।৶ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ —প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ২ রা বৈশাখ, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ১৩ই এপ্রেল ১৮৭৬ সাল। } ৯ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

——ঃ০ঃ——

প্রমোদ কুমার নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রে, ক্যানিং লাইব্রেরি, চিনাবাজার ২৯,১০ ও ৫১ নং রসময় সুরের দোকানে ও ৫৬ নং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৶ আনা মত্র ডাক মাশুল ৶ আনা

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রী যুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতেও প্রাপ্তব্য।

১। স্পিরিট ক্যাম্ফর। এই মহৌষধ অতিসার ও উলাউঠা ব্যাধির বিশেষ উপকারী এবং ইহা দ্বারা অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মূল্য ॥৶০

২। গ্রীষ্মকালীন পানিয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর সিগ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ॥৶০

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প. চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্মান, বায় উদ্গার ইত্যাদি মুল্য ১

৪। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কাঁডালে, বিছুলে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা গাঁটিনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৮০

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকণি, রক্ত কুষ্ঠ, পঁ ছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৮০

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ॥০

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক পুরতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৶

৮। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নূতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ানি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে।

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম ॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথ নূতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীডার যে ঘ বলিয়া থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ॥০

এস বি, দে এণ্ড ডি, এন মিত্র, এল, এম, এস ও॥

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

BY

KISHORI LAL SARKAR M. A. B. L.

Price Rs. 3

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficulties which stand the uninitiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally *Law Observer.*

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

বন্দুক! বারুদ!! অতিসস্তা!!

আমরা বিলাত হইতে উত্তম উত্তম বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, তলয়ার ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম এবং নানাবিধ বিলাতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আনয়ন করিয়াছি। যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি, কলিকাতা ৩২ নং লাল দিঘির দক্ষিণ একশেচঞ্জের পূর্ব্বস্থিত ডি, এন, বিশ্বাস কোং দোকানে প্রাপ্ত হইবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমূত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিষ্কে হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হয়।

এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ২ কৌটা	৫ টাক
ঘৃত ১ শিশি এক পোয়া	৪ টাকা
তৈল ১ ঐ ঐ	৪ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	২ টাকা

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকাল পকতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা ডাকমাশুল ।৶০ আনা

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দূর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।

১ কৌটা ॥০ ডাকমাশুল ।০ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৮০ ডাকমাশুল ।৶০ আনা

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নানাবর্ণের সুদৃশ্য বিলাতীয় হুঁকা।

কলিকাতা যোড়াশাঁকো চিতপুর রোড ৩৭৮ সংখ্যক গৃহে বিক্রয়ার্থ আছে। মুল্য ২॥০ হইতে ৫ পাঁচ টাকা।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরি।

এজেণ্ট।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, সোভা বাজার, ৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীটে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য, মুল্য ১ এক টাকা। ডাক মাশুল ৶০ আনা।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৶০ অনা।

প্রকৃত বন্ধু নাটক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত।

মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৶০ তিন আনা।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট কেনিং লাইব্রেরীতে, ৪নং ষ্ট্রেণ্ড রোডে, ও শ্যাম বাজার কর প্রেসে প্রাপ্তব্য।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

শ্রীচন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৶০ আনা।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

পার্ব্বতী চরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত লাবণ্যবতী নামক কৌতুকাবহ উপন্যাস কলিকাতা ঝামাপুকুর বেচু চাটুর্য্যের লেন সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ১ এক টাকা মূল্যে প্রাপ্য। ২

পৃথ্বীরাজ।

অথবা ভারতের সুখশশী যবন কবলে।

নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি আর্য্যদর্শন যন্ত্রালয়ে এবং সংস্কৃত ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য মূল্য এক টাকা।

পাইকপাড়া নর্শরি।

এই স্থানে উত্তম উত্তম ফল ফুল ও লতার গাছ চারা ও কলম প্রস্তুত আছে। যে রকমের যাহার প্রয়োজন হইবে মুল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন। আর দেশী ও বিলাতি গোলাপ প্রায় ১২৫ প্রকারের কলম প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের ও অন্য অন্য ফুল গাছের এই ঠিক রোপণের সময় নাগাইত চৈত্র রোপণ করিলে ইহাদের মরিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাহার পরে জল দিয়া গাছ বাঁচাইতে হয়। এখানে গাছের দর অতিশয় সুলভ এরূপ আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। যাহাদের বাগানের উপর যত্ন ও শ্রদ্ধা আছে অনুগ্রহ করিয়া আমায় পত্র পাঠাইলে গাছ সকলের নাম ও নম্বর দিয়া উত্তম রূপে বাক্সে প্যাক করিয়া যিনি যে রূপ বলিবেন রেলে, ইষ্টিমারে বা নৌকায় পাঠাইয়া দিব। নিতান্ত ভরসা করি দেশের রাজা জমিদার ও বড় লোকগণ যত্ন সহকারে এই জাতীয় নর্শরি হইতে স্ব স্ব বাগানের আবশ্যকীয় গাছ সকল অবশ্যই লইবেন। গাছের নাম ও দরের তালিকা ইংরাজিতে ছাপান আছে আবশ্যক হইলে বিনা মুল্যে পাঠাইয়া দিব।

এখানে সর্ব্ব প্রকার দেশী ও বিলাতি বাগান সাজাইবার যোগ্য চিরস্থায়ী ফুলের বিচ যখন যাহা রোপণ করিতে হয় পাওয়া যায়। ইহাদের নিমিত্ত গ্রাহক হইতে গেলে বার্ষিক ১৪ টাকা অগ্রিম দিতে হয়।

এখানে ৪০ রকমের আঁবের কলম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেক গুলিই উৎকৃষ্ট ও অতি বৃহৎ।

শ্রীনৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া, নর্শরি, কলিকাতা।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথ ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান		মায় ডাকমাশুল
	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১।৵০
ঐ ঐ ঐ	২য় সংখ্যা	১।৵
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব	১ম সংখ্যা	১৵০
অর্শরোগের মহৌষধ		১৷৷০

রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাকরোগের মহৌষধ	৷৷ ০
হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট	৫
ঐ ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
ঐ ১০ শিশি বাক্স	

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ি
৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

লর্ড লিটনের ছবি।

নূতন গবর্ণর জেনাবেলের অতি উৎকৃষ্ট লিথোগ্রাফ ছবি আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে মুল্য ৵০।

৩৩৬, চিতপুর রোড কলিকাতা।
শ্রীদ্বারিকা নাথ রায়।

ডেঙ্গু জ্বর ও ডাক্তার সাহেব।

ডেঙ্গু জ্বর (রহস্য ভাবে) না। বঙ্গে রচিত হইয়াছে। এই পুস্তক ডাক্তার সাহেব ঘটিত অন্যায়াদি, গদ্য পদ্য ছন্দে রচিত হইয়াছে। মুল্য ।০ চারি আনা, এক টাকার অধিক লইলে ৵ দুই আনা করিয়া ধার্য্য হইবে। কলিকাতা, গরানহাটা, বৃন্দাবন বসাকের লেন ২নং ভবনে বাবু কালী চরণ পালের নিকট অথবা নিম্ন লিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য।

শ্রীনব কুমার নাথ
ঘোপ যশোহর।

সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক।

মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০।

কলিকাতায় প্রকাশকের বাটিতে (১৭। ১৮ নং মলঙ্গা লেন, বহুবাজার) এবং প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

শরৎ সরোজিনী বিদ্বৎ সমাজে সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছে। আমরা জ্ঞান চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, সুরেন্দ্র বিনোদিনী ততোধিক সম্মান লাভ করিবে। * *। অধিক কথ কি, এখানির পাঠ কালে পাঠকের আত্মা ও সজীব হইয়া উঠিবে। ——সোম প্রকাশ।

যাঁহারা এই রূপ গ্র রচনা করেন, তাঁহারা দেশের পরমোপকারী এবং যাঁহারা দেশহিতৈষী তাঁহাদের সকলের এইরূপ গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত।——অমৃত বাজার পত্রিকা।

সুরেন্দ্র বিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন।——বন্ধব।

সন্তাপিনী নাটক।

কোন ভদ্র মহিলা কৃত।

মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা ৩৫ নম্বর বাগ বাজার ষ্ট্রীট, জ্ঞান দীপিকা পুস্তকালয়ে, ১১৮ নম্বর অপর চিতপুর রোড ত্রৈলক্ষ নাথ দের দোকানে এবং শ্যাম বাজার গুপী মোহন দত্তের লেন ১ নং ভবনে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীনন্দ লাল গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যবসায়ী।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক

মাসিক পত্র।

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে। ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন প্রভৃতি, উপরি লিখিত বিষয় সকলে সবিশেষ অভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি ইহাতে লিখিবেন। "ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচরিষ্ট" ও "ষ্টাটিষ্টিকাল রিপোর্টারের" যে সকল সন্দর্ভ আছে, "ব্যবসায়ীতে" তাহা দৃষ্ট হইবে। এতদ্ভিন্ন এ দেশীয় বাণিজ্য, কৃষি শিল্প বিষয়ক সংবাদ ও আহার উন্নতির উপায় বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। গ্রাহক সংখ্যা অন্যূন পাঁচ শত হইলে আপাততঃ রয়েল ৮ পেজী মত ফর্ম্মা আকারে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ দুই টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল ৵০।

পত্রিকা গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়রা সম্পাদকের নিকট, কলিকাতা, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ের এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

লাল বেহারি মিত্র এবং কোং

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

(শেয়ালদহ রেল এষ্টেশনের ঠিক সম্মুখে)

গার্হস্থ্য ওলাউঠার বাক্স সমেত পুস্তক	৫
চিকিৎসকদিগের ঐ	
সমেত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের পুস্তক—	১০
রুবিনির ক্যাম্পর	১০

এখানে অন্যান্য সকল প্রকার উৎকৃষ্ট রূপ হোমিওপেথিক ঔষধ ও বাক্স স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

রাজা দুর্গা নারায়ণ রায় কুঞ্জঘাটা, বহরমপুর	১০
বাবু কুমোদ কৃষ্ণ ঘোষ বর্দ্ধমান	১০
" দীনেন্দ্র নাথ সান্যাল উল্লাপাড়া পাবনা	১০
" শ্যাম চাঁদ দত্ত হুগলী	৫৷৷০
" রাজ চন্দ্রবায় বেনারস	৮
E. J. Glazier Esqr. Rungpore	Rs. 15
মৌলবী লাল মামুদ খাঁ, ময়দাপুর	১০
বাবু জগবন্ধু সান্যাল ফয়জাবাদ	৫
" হরি কিশোর রায় এলাহাবাদ	১০
" জীবন কৃষ্ণ ঘোষ রাম নগর	৫৷৷০
" কেদার নাথ সাহা কৃষ্ণনগর	
" বেনী মাধব দত্ত মলহারপুর	৫৷৷০
" ব্রজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় মধুপুর	১০
" বনমালী সেন ঢাকা	১০
" জয়েজয় হালদার হরিপুর, রাজসাহী	১০
" গোপাল লাল সরকার বরিশাল	৫৷৷০
" জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মাগুরা	১০
" স্বরূপ চন্দ্র দাস বাগ দোগান রংপুর	১০
" রাস বেহারী সিং দিনাজপুর সিরসী	১০
" রসিক লাল বসু মাহেশ, শ্রীরামপুর	৫
" আবদুলমজিদ চৌধুরী, বাখরগঞ্জ সাং উলনিয়া	৮
" নিলম্বর দাঁড়িয়ান, ভাঙ্গড়	
" চন্দ্রকান্ত গাঙ্গুলি, ঢাকা	১০
" নবীনচন্দ্র মিত্র, গয়া	১০
" মতিলাল দে, রাঙ্গণ	৫
" সালগ্রম বর্ম্মণ, সয়দাবাদ বহরমপুর	১০
" গোবিন্দনারায়ণ রায় চৌধুরী, রংপুর	১০
সাতক্ষীরা লাইব্রেরী সাতক্ষীরা	১২৸০
" লবঙ্গলাল দাস, রাজ মাই শিব সাগর	১০
" উমানাথ সেন, জলপাইগুড়ী	১০
" রজতশিখর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজমহল	৫৷৷০
" রাজকৃষ্ণ সিং, দেবীরাজপুর; বর্দ্ধমান	১০

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ২রা বৈশাখ ।বৃহস্পতিবার

এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া।

যখন মুসলমানদিগের হস্ত হইতে এদেশ ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হইল, তখন আমাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। যখন কোম্পানি বাহাদুরের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ মহারাণীর শাসনাধীন আইল তখন সমগ্র ভারতবর্ষ আনন্দধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। আবার মহারাণী "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ করিতেছেন শুনিয়া আমাদের আনন্দের আর সীমা নাই। উৎকট পীড়াক্রান্ত আত্মীয়ের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলে তাহার শরীরে যে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, বন্ধু বান্ধবগণ স্নেহ বশতঃ যে সমুদয় মঙ্গলসূচক বলিয়া মনে করেন। ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এখন যে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে আমাদের আশা হয় এই বার বুঝি আমাদের দুঃখের অবসান হইল। ইউরোপীয় সভ্যতা জ্যোতিঃ দ্বারা যাহাদের মস্তিষ্ক আলোকিত হয় নাই, অথবা যাহারা ভারতবর্ষকে অস্বাভাবিক ভাবে স্নেহ করেন, তাহাদের বিশ্বাস যে মুসলমান রাজত্বের পরিবর্ত্তে ইংরাজ জাতি রাজ সিংহাসন আরোহণ করায় দেশের মঙ্গল হয় নাই। মুসলমানদের শেষ অবস্থায় কার্য্যতঃ হিন্দুরা স্বাধীন হন এবং তখন মুসলমানদের যে আধিপত্য ছিল তাহা এত দিনে ধ্বংশ হইয়া যাইত এবং এত দিন হিন্দুজাতি স্বদেশীয় রাজার অধীনে আবার বাস করিত। ইংরাজেরা এ দেশ অধিকার করিয়া ভারতবর্ষের যে অশেষ বিধ মঙ্গল করিয়াছেন তাহা তাহারা লক্ষ্য করেন না। লর্ড স্যালিসবরির মত এই যে,যত দিন ম্যাঞ্চেষ্টর বস্ত্রের শুল্ক না উঠিয়া যাইতেছে, যত দিন ভারতবর্ষের বস্ত্র ব্যবসায় স্বাধীন ভাবে না চলিতেছে, তত দিন এদেশের নব প্রস্ফুটিত বস্ত্র ব্যবসায় কোন রূপ প্রকৃত উন্নতি করিতে পারিতেছে না; কিন্তু তাহাদের বিবেচনায় স্বাধীন না হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয় না। পরাধীন অবস্থায় শুদ্ধ দেশের সুখ সম্পত্তি অপরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, পরাধীন রাজ্যের অবস্থা অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন কালে স্বাভাবিক উন্নতি হইতে পারে না। পৃথিবীর কোন দেশ এই অবস্থায় কোন রূপ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, ভারতবর্ষও কখনও পারিবে না। ভারতবর্ষ পরাধীন, জাপান স্বাধীন; ভারতবর্ষ সভ্যতম ইংরাজ জাতির অধীনে সুশিক্ষিত হইতেছে, জাপান অসভ্য দেশ; তথাচ জাপান অশ্ববেগে উন্নতি করিতেছে, এবং ভারতবর্ষ প্রকৃত উন্নতি কি অবনতি করিতেছে সে বিষয়ে এখনও অনেকের সন্দেহ আছে। আবার কোম্পানি বাহাদুরের হস্ত হইতে মহারাণী ভারতবর্ষ স্বীয় হস্তে আনয়ন করায় যাহারা পূর্ব্বে পুলকিত হন, তাহারা এখন পদে পদে তাহাদের ভ্রম দর্শন করিতেছেন। যখন কোম্পানি এদেশে রাজ্য করিতেন, ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভারতবর্ষের তখন কোন রূপ বিশেষ নৈকট্য সম্পর্ক ছিল না। তখন পূর্ব্ব কালীয় ব্রিটনদিগের যে পুরুষত্বের কথা আমরা শুনিতে পাই, গবর্ণমেণ্টের সেই পুরুষত্ব ছিল। অর্থ লালসা দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে স্বার্থপর করিয়াছিল না, আমাদের রোদনে কি দুঃখের অবস্থা দর্শনে গবর্ণমেণ্ট তখন বধির কি অন্ধ হইতেন না। তখন ভারতবর্ষকে মুসলমানদিগের ঘোর অত্যাচার হইতে উদ্ধার করা গবর্ণমেণ্টে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিতেন, ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের তখন অহঙ্কার ছিল যে তাঁহারা সাধু এবং বীর, তাঁহারা দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতেন। বিপদাপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। ভারতবর্ষের ন্যায় একটী বৃহৎ দেশ এবং হিন্দু জাতির ন্যায় একটী মহৎ জাতিকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর উঁহাদিগকে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, এই রূপ ভাবিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তাহারা রাত্রি দিন সশঙ্কিত হইতেন পাছে কোন বিষয়ে তাহাদের যশ কলঙ্কিত হয়,তাহারা এই নিমিত্ত মনোযোগ পূর্ব্বক কোম্পানির কার্য্য সমুদয় পর্য্যাবেক্ষণ করিতেন, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মাত্রে মনোযোগ পূর্ব্বক কোম্পানির শাসন কার্য্য পরীক্ষা করিতেন, তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথা উপস্থিত হইলে পার্লিয়ামেণ্টে দলাদলি উপস্থিত হইত না এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয়দল প্রবল হইয়া ভারতবর্ষের হিতাকাঙ্খী সভ্যগণকে পরাস্ত করিতেন না, অথবা পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোন তর্ক উপস্থিত হইলে সভ্যেরা বিরক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন না। এই নিমিত্ত যদিও তখন ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ ছিল না, যদিও তখন ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড গমন করিতে অতি দীর্ঘকাল লাগিত, যদিও ভারতবর্ষবাসীরা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ছিলেন, এবং এখনকার ন্যায় অনেক বিষয়ে তখন এ দেশে তত উন্নতি হইয়াছিল না, তথাচ ভারতবর্ষে কোন গুরুতর অত্যাচার হইলে তখনই পার্লিয়ামেণ্টে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইত। হেষ্টিংস ওয়ারেন্ডিক লইয়া কি ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল ও অন্য অন্য অত্যাচার লইয়া কত রয়াল কমিশন বসিয়া ছিল। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যে উচ্চশিক্ষার গর্ব্ব করেন তাহা কোম্পানির শাসনকালে এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, যে সম্বাদ পত্রের স্বাধীনতা লইয়া গৌরব করেন সেও সেই সময়ের; আইন আদালত সমুদয়ই কোম্পানির সময় হয়। তখন উচ্চশিক্ষা তাহারা অকাতরে প্রদান করিতেন, এখন যেরূপ গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধক জন্মাইতেছেন তখন তাহা ছিল না, অপিচ সুশিক্ষিত যুবকদিগকে লইয়া কোম্পানি বাহাদুর গৌরব করিতেন। তাহাদিগকে কালেজ হইতে লইয়া উচ্চ পদ সমুদয় প্রদান করিতেন। তাহারা সম্বাদ পত্রের যে স্বাধীনতা প্রদান করেন, এখন তাহাই লইয়া গবর্ণমেণ্ট টানাটানি করিতেছেন। তখন ষ্টীফেন সাহেবের দণ্ড বিধি আইন ছিল না, তখন রোড সেস ছিল না, তখন সিডিশন আইন ছিল না, তখন জেলের কঠোরতা ছিল না, ইংরাজের সঙ্গে এদেশীয়দের বৈরভাব ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার বাগানে গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে গবর্ণর জেনারেলও অপমান বোধ করিতেন না। শোভাবাজারের রাজবাটীতে রাজপুরুষেরা আসিয়া দুর্গোৎসব দেখিতেন। ইংরাজেরা বিপদাপন্ন হইলে এদেশীয়দের আশ্রয় লইতেন, আবার এদেশীয়েরা ইংরাজদিগকে কর্ত্তার ন্যায় ভক্তি করিতেন। সেকালের কত ইংরাজের চিত্র এখনও এ দেশীয়দিগের বৈঠকখানায় শোভা পাইতেছে এবং রাজা রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এ দেশীয়দিগের প্রতিমূর্ত্তি কত ইংরাজ আদরপূর্ব্বক নিজ বৈঠকখানায় রক্ষা করিতেন। তখন যদি লর্ড মেও যোধপুরের রাজাকে অপমান করিতেন তাহা হইলে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যেরা তাঁহার মৃত দেহকেও ক্ষমা করিতেন না। বরদার গাইকোয়াড়াকে যদি পদচ্যুত করিতেন তাহা হইলে লর্ড নর্থব্রুকেরও এদেশ হইতে কম্পিত কলেবর হইয়া স্বদেশ গমন করিতে হইত।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের অবস্থার আর একটী পরিবর্ত্তন হইতে চলিল। মহারাণী "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ করিতেছেন। বিক্টরিয়া "কুইন" উপাধি গ্রহণ করুন আর "এম্প্রেস" উপাধি গ্রহণ করুন, এদেশীয়দিগের নিকট তিনি পূর্ব্বেও যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন, এখনও তাহাই থাকিবেন। তবে ইংলণ্ডের ইংরাজেরা আমাদিগকে কিছু ভয় দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা মহারাণীকে কখনই চক্ষে দেখি নাই, সুতরাং তাঁহার শরীরকে আমরা ভক্তি কি পূজা করি নাই। যে ইংরাজ শাসনে এদেশের এত মঙ্গল হইয়াছে, তিনি সেই শাসনের কর্ত্রী। আমাদের এই শাসন প্রণালীর নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা। যদি "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ করিলে তাঁহার শাসন প্রণালীর অবনতি হয়, তাহা হইলে তাঁহার এই উপাধি গ্রহণ করিয়া কাজ নাই, তিনি যে "কুইন" ছিলেন তাহাই থাকুন। আমরা শুনিয়াছি এ উপাধি গ্রহণের সঙ্গে তাঁহার শাসন কঠোর হইবে, অন্ততঃ ইংরাজেরা এই ভয়ে তাঁহাকে "এম্প্রেস অব ইংলণ্ড" উপাধি গ্রহণ করিতে দিলেন না। যে উপাধির নাম শুনিয়া ইংরাজেরা ভীত হইলেন, তিনি সেই উপাধি গ্রহণ করিয়া কি আমাদের মঙ্গল করিবেন? আমরা ইংরাজ অপেক্ষা তাঁহার অধিক আত্মীয় নই, অতএব তাঁহার যে অবতার ইংরাজেরা দেখিতে সশঙ্কিত হন, আমাদের নিকট কি সে অবতার স্নেহপূর্ণ হইবে? রাজমন্ত্রি ডিসরেলি আমাদিগকে আরও ভয় দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বক্তৃতা কালে বিপক্ষ দলকে ইহাই বলিয়া বুঝান যে, মহারাণী 'এম্প্রেস' উপাধি গ্রহণ করেন এই নিমিত্ত ভারতবর্ষবাসীরা মহা ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরাত ইহারকিছু জানি না। এদেশীয়েরা ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত মহারাণীকে ভক্তি করেন। যত দিন সুশাসন হইবে তত দিন তিনি যাহা বলিয়াই আপনাকে পরিচয় দিবেন, আমরা তাহাতেই তাঁহাকে ভক্তি করিব। যদি এই পরিবর্ত্তের সঙ্গে ভারতবর্ষের শাসনের পরিবর্ত্ত না হয়, তাহা হইলে "কুইন" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "এম্প্রেস" উপাধি গ্রহণ করিলে যে আমরা এখন অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভক্তি করিব সে মিছে কথা। যদি "এম্প্রেস" উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি ভারতবর্ষের প্রতি অধিক নিঃস্বার্থ স্নেহ দেখান, তাহা হইলে তাঁহার এই উপাধি গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষবাসীরা আনন্দে নৃত্য করিবে, কিন্তু ডিসরেলি সাহেব ত বক্তৃতা কালে বলিলেন না যে, তাঁহার এই উপাধি গ্রহণের সঙ্গে এদেশের কি মঙ্গল হইবে। তিনি বিপক্ষদিগকে নিরব করিতে গিয়া বলেন যে, মহারাণী এই উপাধি গ্রহণ করেন এই নিমিত্ত ভারতবর্ষবাসীরা ব্যস্ত হইয়াছে এবং ইহাতে তাহাদের বিস্তর মঙ্গল হইবে, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়া চুপ করেন, কি মঙ্গল হইবে তাহা আর বলিলেন না। বক্তৃতা কালে কয়েক বার তিনি বলেন যে, ইহাতে ভারতবর্ষবাসীদিগের বিস্তর মঙ্গল হইবে এবং আমরা প্রতি বার কি মঙ্গল হইবে শুনিবার নিমিত্ত অত্যাশা করিলাম, কিন্তু তিনি কয়েক বারই এখানে নিরব হইলেন।

দুর্ভিক্ষ ও কোর্ট অবওয়ার্ড।

বেহারের দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ বোধ হয় এত দিন পরে প্রকাশিত হইল। আর একটী উপকারও বোধ হয় এ সঙ্গে হইবে। গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় এত দিন পরে বুঝিতে পারিবেন যে, এদেশীয়েরা কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্য্য প্রণালীর উপর কেন ক্রমে বিরক্ত হইতেছেন। গত বৎসর যখন বেহারে আবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে এই রূপ আশঙ্কার উদয় হয়, তখন গেডিস সাহেব এই দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করিতে গমন করেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টে একটী রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং ইহাতে তিনি কি লিখিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি কেহ অবগত হইতে পারেন নাই। ইংলিশম্যানে এই রিপোর্টের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহার সারাংশ এখানে প্রকাশ করিলাম।

গেডিস সাহেব লিখিয়াছেন যে, দরভাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া তাহার বোধ হইল যে তিনি যেন কোন জনশূন্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। রাস্তা ঘাট মাট যে দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন, কোন স্থানে মনুষ্যের চিহ্ন তাহার নয়ন গোচর হইল না। এই রূপ জনশূন্য অবস্থা দেখিয়া এবং এখানকার প্রজারা কেন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছে ও কেনই বা উর্ব্বরা

পতিত ভূমি সমুদয় আবাদ করে নাই ইহার কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার নিতান্ত কৌতুক হইল, কিন্তু এরূপ লোক দেখিলেন না যাহার নিকট তিনি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। যে সমুদয় লোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল তাহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে, তাহারা আগন্তুক দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত তত ব্যাকুল হয় নাই, যত আসন্ন বিপদ কর্ত্তৃক হত বুদ্ধি হইয়াছে। তাহারা দুর্ভিক্ষ ও অনশনের কথা কহিল সত্য, কিন্তু জমিদারেরা তাহাদের যেরূপ শোষণ ও নিষ্পীড়ন করেন সে সমুদয় কথা কহিতে কহিতে তাহাদের মুখ হইতে দুর্ভিক্ষ ও অনশন এই দুইটী বাক্য বহির্গত হয়।" গেডিস সাহেব দরভাঙ্গা রাজার জমিদারির কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন। "দরভাঙ্গা রাজার ৫৩টী পরগণা আছে। ত্রিহুত, দরভাঙ্গা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া প্রভৃতি পাঁচটী জেলায় এই কয়েকটী পরগণা। তবে ইহার অধিকাংশ পরগণা ত্রিহুত ও দরভাঙ্গায়। এই সম্পত্তিটী ১৮৬০ খৃঃ অব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে রক্ষিত হয়। রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্ত জমিদারির মধ্যে কোন রূপ কষ্ট নাই, অথচ ইহার নিমিত্ত প্রজার উপর অতিশয় নিষ্পীড়ন হয়। ত্রিহুত, দরভাঙ্গা, এবং মুঙ্গেরে রাজার জমিদারি সমুদয় ইজারদারদিগকে বিলি করিয়া দেওয়া হয়। ইহারা ইচ্ছামত রাজাকে কর বৃদ্ধি দিয়া ইজারা গ্রহণ করে এবং শেষে এই বৃদ্ধি প্রজার নিকট সংগ্রহ করে। ইহাতেই সর্ব্বত্র কর বৃদ্ধি হয়। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে রাজার জমিদারির রাজস্ব ১৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইত, এখন তাহাই ২০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার ১৮ লক্ষ টাকা প্রজার নিকট বকয়া বাঁকি রহিয়াছে। নারাদিগর নামক একটী পরগণা এক জন কুঠিয়াল সাহেব ইজারা লইয়াছেন। এই সাহেবের সঙ্গে এই রূপ বন্দবস্ত যে, তিনি যত টাকা কর সংগ্রহ করিবেন সাহেব সেই টাকার প্রতি শত করা ১০ টাকা কমিশন পাইবেন এবং এই কমিশনরের নিমিত্ত এই পরগণার নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রজারা যে হারে কর প্রদান করে, এখানকার প্রজারা তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ কি তিন গুণ হারে কর দেয়। এই সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহের ভার এক জন সুদক্ষ ইংরাজের হস্তে গবর্ণমেন্ট অর্পণ করিয়াছেন এবং অন্ততঃ ইহা অনায়াসে আশা করা যাইতে পারে যে, প্রজার প্রতি কোন রূপ নিষ্ঠুরাচরণ দ্বারা ইনি এই অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করিবেন না, কিন্তু কোন গ্রামের প্রজারা কর দিতে অসমর্থ হইলে ইনি কি করেন? শোয়ার কি লাঠিয়াল পাঠাইয়া তাহাদের ধান্য ছেদন করিয়া আনয়ন করেন। এই সমুদয় অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া এ দেশ ছাড়িয়া প্রজারা পলায়ন করিতেছে এবং ইহার নিমিত্ত এত লোক দেশ ত্যাগী হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেন্ট পোলিশের প্রতি আজ্ঞা প্রকাশ করেন যে, পোলিস এই পলাতক প্রজাদের একটি তালিকা রাখেন।

গেডিস সাহেব বলিতেছেন যে, বেহারে এরূপ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয়, তাহার কারণ অনাবৃষ্টি নহে, খাদ্যের অপ্রতুলতা নহে, কেবল প্রজার দরিদ্রতা। তিনি বলিতেছেন, জমিদার ও ইজারদারেরা প্রজাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করেন, এই নিমিত্ত সেখানে এই রূপ মন্বন্তরা উপস্থিত হয়। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে বেহারে যখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তখন আমরা ইহার অবস্থা ওকারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একজন বিশেষ সম্বাদদাতা প্রেরণ করি। গেডিস সাহেব যাহা লিখিয়াছেন আমাদের সম্বাদদাতা অবিকল তাহাই লিখেন। তবে তিনি আর একটী কথা লিখেন। তাঁহার মতে এই দুর্ভিক্ষের সর্ব্ব প্রধান কারণ নীলকুঠির অত্যাচার। দরভাঙ্গায় প্রায় প্রতি ৪ ক্রোশ অন্তর এক একটী নীলকুঠি। এই কুঠিয়ালেরা প্রায় ইজারদার। ইহারা শুদ্ধ উচ্চ করে দরভাঙ্গা ষ্টেটের ম্যানজারের নিকট হইতে জমিদারি ইজারা লইয়া দ্বিগুণ প্রজার নিকট সংগ্রহ করেন না, আবার ইহার উপর নীলকুঠির অসংখ্য আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রজাদিগের প্রতি নানা রূপ অত্যাচার করেন। এই অত্যাচার ও উচ্চ কর বেহারের সমুদয় দুর্গতির কারণ। গেডিস সাহেব নীলকুঠিয়ালগণের অত্যাচারের বিষয় তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন কি না তাহা আমরা জানি না। তিনি যখন দরভাঙ্গা ষ্টেটের ম্যানেজর বর্ণ সাহেবকে ছাড়িয় কথা কহেন নাই, তখন যে তিনি কুঠিয়ালগণের অত্যাচারের বিষয় কিছু লিখেন নাই তাহা আমাদের বোধ হয় না। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল যখন দরভাঙ্গা ষ্টেট দেখিতে গমন করেন, তখন তিনি এই ইজারদারদিগের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করেন। তিনি এই অত্যাচার নিবারণ করিবার নিমিত্ত মেনেজরকে ইজারা প্রণালী উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন, কিন্তু কুঠিয়াল সাহেবেরা তাহাকে ধরিয়া পড়েন এবং তিনি কুঠিয়ালদিগের স্বার্থের নিমিত্ত দরিদ্র প্রজাদিগের অত্যাচার বিস্মৃত হন।

সার রিচার্ড টেম্পাল যতই কোর্ট অব ওয়ার্ডের সুখ্যাতি করুন, এবং তিনি যত ইচ্ছা লিখুন, এ প্রণালীর প্রতি সাধারণতঃ জমিদারগণ অতিশয় অসন্তুষ্ট, কিন্তু গেডিস সাহেবের রিপোর্ট পাঠ করিয়া বোধ হয় তাঁহার সে ভ্রম যাইবে। দরভাঙ্গার রাজা বোধ হয় আর দুই বৎসর পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন। তিনি বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া জমিদারির কার্য্য ভার হস্তে লইয়া কি দেখিবেন? ইহাই দেখিবেন যে, অপব্যয় দ্বারা তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইয়াছে, জমিদারি প্রজাশূন্য হইয়াছে এবং যাহারা আছে তাহারা ঋণ জালে আবদ্ধ এবং অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। যে জমিদারের সম্পত্তির উপর কিছু মমতা আছে, যিনি উত্তরাধিকারীর সুখ দুঃখের নিমিত্ত ক্ষণকালের তরে চিন্তা করেন, তিনিই কোর্ট অব ওয়ার্ডের এই রূপ কার্য্য প্রণালী দেখিয়া সশঙ্কিত হইবেন।

আমাদের দেশে একটী কথা আছে যে, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। উহা কাহারও চালনা করিতে হয় না। লর্ড নর্থব্রুকের স্মরণার্থ একটি চিহ্ন স্থাপন এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত গত শনিবারে কলিকাতার সেরিফ একটী সভা আহ্বান করেন। সভায় প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত হন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে একটী গোলযোগ উপস্থিত হয়। প্রথম রিজোলিউসন প্রস্তাবিত হইলে বারিষ্টার বাবু মন্মথ মল্লিক উহা সংশোধন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু সভাস্থ লোকে তাঁহাকে কথা কহিতে দেন না। তিনি কি সংশোধন করিতে যান তাহা আমরা জানি না, কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়ট বলিতেছেন যে, তিনি নাকি লর্ড নর্থব্রুকের শাসন সম্বন্ধে সুখ্যাতি না করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন এই উদ্দেশে রিজোলিউসনটীর সংশোধন করিবার মনস্থ করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট কি রূপে মন্মথ বাবুর মনের কথা অবগত হইলেন তাহা আমরা জানি না। বোধ হয় তিনি মনে মনে বিশ্বাস করেন যে গবর্ণর জেনারেল প্রজাদিগের প্রিয় নন। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। তিনি এক বার লর্ড নর্থব্রুকের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হন। বোধ হয় এই নিমিত্ত তাঁহার বিশ্বাস যে, মন্মথ বাবুর উদ্দেশ্য ছিল লর্ড নর্থব্রুককে তিরস্কার করা। মন্মথ বাবুর যে উদ্দেশ্য থাকুক, কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়টের নির্বুদ্ধতার নিমিত্ত লর্ড নর্থব্রুকের অনিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু পেট্রিয়ট যদি প্রকাশ না করিতেন যে লর্ড নর্থব্রুককে মন্মথ বাবু তিরস্কার করিতে দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে যাহারা এ দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত নন, তাহারা অন্ততঃ বিশ্বাস করিতেন যে লর্ড নর্থব্রুককে ভারতবর্ষবাসীরা অত্যন্ত ভক্তি ও প্রীতি করিত। হিন্দু পেট্রিয়ট এই বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট মনে মনে গৌরব করিতে পারেন যে, মন্মথ বাবু যেরূপ লর্ড নর্থব্রুককে তিরস্কার করিতে উত্থান করেন, আর সভাস্থ লোকেরা তাঁহাকে তেমনি অপমান করেন, কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের শত্রুরা তাহা মনে করিবেন না। তাঁহারা মনে করিবেন যে, লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষে অতিশয় অপ্রিয় ছিলেন, নতুবা লেফটেনেণ্ট গবর্ণর যে সভার সভাপতি সে সভায় গবর্ণর জেনারেলকে তিরস্কার করে কাহার এরূপ সাধ্য হইত না।

সার রিচার্ড টেম্পল কলিকাতায় একটী চিত্রালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন। ৭ই এপ্রেল তারিখে এই চিত্রালয়টি সংস্থাপিত হইয়াছে। যখন এই চিত্রালয়টি স্থাপিত হয়, তখন কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এবং গবর্ণর জেনারেল উভয় দুইটী বক্তৃতা করেন। এটি সম্পূর্ণ সার রিচার্ডের কীর্ত্তি। এই চিত্রালয়ের দ্বারা কি কি উপকার হইবে এবং ইহা কিরূপে সুশোভিত হইবে তাহার সবিশেষ বর্ণন তিনি করেন। সার রিচার্ড টেম্পল বলেন, "যখন ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে চৌরঙ্গীতে শিল্প কার্য্যের প্রদর্শন হয়, তখন লর্ড নর্থব্রুক বলেন যে, এদেশে একটী চিত্রালয় স্থাপিত হইলে ভাল হয়। আমরা এই নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে আর্ট স্কুলের সংস্রবে এই চিত্রালয়টী স্থাপন করিতে উদ্যোগী হই।" তিনি তৎপর ক্রমে কি কি উপায়ে এই চিত্রবিদ্যালয়টী সুসজ্জিত করিবেন তাহা বর্ণন করেন। তিনি বলেন যে, ইংলণ্ডের ন্যাশনেল গ্যালারি এই রূপ অল্পে অল্পে আরম্ভ হয়। ন্যাশনেল গ্যালারিতে গবর্ণমেণ্ট অতি অল্প সাহায্য করেন। এই গ্যালারি অর্থাৎ চিত্র লয়ের অধিকাংশ উন্নতির ভার তথাকার অধিবাসীরা বহন করেন। যে চিত্রালয়টী স্থাপিত হইতেছে ইহার বিশেষ সৌভাগ্য এই যে সার রিচার্ড টেম্পলের তত্ত্বাবধানে ইহার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। তিনি নিজে শিল্প বিদ্যায় বিশেষ সুদক্ষ।

কলিকাতা মিউনিশিপ্যাল আইনে গবর্ণর জেনারেল সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। ট্রেডস আশোসিয়েশন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আশোসিয়েশন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অপদস্থ হইয়া ক্ষান্ত হন না, তাঁহারা গবর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন করেন। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আশোসিয়েশন লর্ড নর্থব্রুককে দেবতার ন্যায় এ পর্য্যন্ত উপাসনা করেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে তাহাদিগকে মনোবেদনা দিবেন না, কিন্তু গবর্ণর জেনারেল আইনের প্রতি সম্মতি প্রদান করিলেন দেখিয়া তাহারা অতিশয় কষ্ট পাইয়াছেন। ফল ট্রেডস আশোসিয়েশন এবং ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আশোসিয়েশনের সভ্যেরা ইহাতে দুঃখিত হইতে পারেন। তাহারা এ পর্য্যন্ত কলিকাতায় একাধিপত্য করিতেন, নূতন আইন কর্ত্তৃক তাহাদের এই আধিপত্য ধ্বংশ হইল। তাহাদের এই নিমিত্ত কষ্ট হওয়া কতকটা স্বাভাবিক, কিন্তু মিরারের কি নিমিত্ত এত যন্ত্রণার উদয় হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এদেশে একটী কথা আছে, "এয়ো নাচের সঙ্গে২,——নাচে সঙ্গে সঙ্গে।" মিরার যে কেন নাচেন তাহা আমরা জানি না। মিরারের সম্পাদকের কি মনে নাই যে, তিনি কলিকাতার জষ্টিশ হইবার নিমিত্ত কিরূপ ব্যাকুল হন এবং কিরূপ অপমানগ্রস্থ হন? মিরারের সম্পাদক এখন যদি জষ্টিশ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার গবর্ণমেণ্টের দ্বারে রোদন করিতে হইবে না। তাহার নিজের ক্ষমতায় এই পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। তবে একটা কথা আছে। মিরার বোধ হয় মনে মনে জানেন যে, দেশের লোকের নিকট তাহার কোন পদ নাই। দেশীয় লোকেরা তাহাকে শ্রদ্ধা করেন না অপিচ ঘৃণা করেন। বোধ হয় সেই নিমিত্ত তিনি এত ব্যাকুল হইয়াছেন।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, APRIL, 13, 1876.

Lord Lytton arrived yesterday under the usual salute. His Lordship was immediately installed on the *gaddee*. We give His Lordship a hearty welcome. From to-day His Lordship will rule over the largest Empire in the world. May the Father of all nations move his heart favorably towards the 200 millions of peaceful beings placed in his charge!

———ooo———

A correspondent has sent the following for publication:—

"Can you or any of your readers tell me whether a Director of a Government Wards' Institution is empowered, *ex oficio*, to insult a ward, such as ordering a ward's personal servant to pull his master's ears? I am given to understand that such a scene has lately occurred in one of the wards' Institutions. The sufferer being the son of a Raja who is dying of shame. Such is the fate of many of the scions of our noble families, who have the misfortune to possess large landed property!

———ooo———

A correspondent informs us that Babu Surja Cant Acharjya Chowdry of Mookta Gatcha, Babu Lalit Mohan Roy, Editor of the Sporting Journal called the *Promodi*, Babu Kailash Chandra Bose and few others, all Bengallee gentlemen, were out in the Malda District on a hunting expedition and bagged four Royal Tigers and a leopard. Babu Ray Churn Roy, the hero of Jessore, also killed a large tiger recently in a village called Charbillah. It gives us intense satisfaction to record these manly sports of our countrymen.

———ooo———

Last week we gave particulars of a case between a Mr. Webster, a Tea planter, and certain ryots of Chittagong. We stated that though 8 ryots were shot down, and Mr. Webster was the aggressor, yet he was let off on a fine of rupees 500 only. But, it appears justice is not as yet satisfied. Mr. Kirkwood, the Magistrate, has given orders to prosecute the ryots who were shot down for rioting, and a warrant has been issued against them on behalf of the Queen. The Pleaders and Muktiars, we hear also, have declined to take up the case of the ryots, for fear of offending those whom they dare not offend. These are facts, which are spoiled by comments. So we allow the facts to speak for themselves.

———oo———

We are glad to notice that an Industrial Exhibition opens at Rajkot in the latter part of December next. The Executive Committee formed for the purpose have had it in view to collect all mineral—vegetable, and animal productions—both natural and manufactured—which are obtainable in the various parts of Kattywar. Kattywar, though not on the whole a very fertile province as regards its vegetable growth, is rich in minerals and manufactured articles. Stones of various kinds are to be had in almost all Talookas. The nummulitic stones of Pore-bandar are largely exported to Bombay where they are used in erecting magnificent and durable buildings. The quarries of Dhrangdra give stones of several species and colors which are made into grinding mills, pots and toys. Silicious stones of about a dozen separate varieties are exported to Cambay from a little village of Tankara in the state of Morbee. The crystallized forms of silica and calcarious-spar are among the most beautiful stones of Tankara which make Cambay rich and famous for its workmanship in agates. The mount Girnar of Joonaghad is nothing but full of granite possessing several kinds of valuable metals in the heart, and rich jungles of timber over and about it. State-stone, shale, clay, coal and ores of iron and copper are to be had in abundance at several places Kattywar may be properly called a cotton producing country, and its cotton is generally considered superior to that of Gujarat, especially that Tithal variety which is much valued at Home. Perhaps nowhere in the Bombay Presidency wool is so much produced as in Kattywar. The Baleta wool plucked up from the hides of lambs carefully fed and fattened, is so smooth and long that its production in a tropical climate will hardly be believed. If a Kattywar chief or noble undertake to establish a wool manufacture, how paying and useful will it prove! A woolen manufacture for flannel broadcloth, and other warm cloths of every day use is a sad desideratum in the whole of India we believe. Jamnaggur, which is next to Ahmedabad for its silk and cotton fabric, is rapidly losing its trade as every city of renown in India does, owing to the competition of Western countries. The ingenuity with which some of the Artists of Jamnaggur make iron-locks is greatly to be admired, but poor smiths! they are dying of starvation on account of their inability in varnishing, and giving a false show to, their articles, and also for a considerable decrease in the demand of their rough but useful, cheap, and durable productions. The town of Sihore is known in Gujarat for its pots and pans of metal, and that of Dhorajee for its carved and colored furniture of wood. For the sake of brevity, other towns of lesser importance are left unnoticed.

The Exhibition Committee intend to collect all ... articles, to form a nucleous of musium after ...ibition closes, and to give liberal prizes to such artists as can make articles and new handy machines, of the best or new kind.

It will be a matter of satisfaction to our readers to learn that this work of public importance is to be conducted and supported *unofficially*, and that chiefs and karbharies of our country have begun to appreciate the usefulness of such undertakings. His Highness, the Nawab of Joonaghad, has been pleased to subscribe Rs. 1000 as donation, the Native Administrator of Morbee has contributed Rs. 600, and it is hoped that other States which are not a few in Kattywar will follow the good example set by Joonaghad and Morbee. We wish a complete success to the exhibition undertaken by our educated brethren of Rajkot and likely to be helped by all chiefs and noteworthies of Kattywar. Are not such exhibitions desirable in Bengal and other parts of India?

———oeo———

The case of Mr. Johnson, the Executive Engineer of Dacca, *versus* Khublal, first brought to the notice of the public by the *Hindu Hitoisini*, has been, we are glad to see, taken up by the *East* and ably handed too. It is a typical case and one of the hundreds which never come to the notice of the public. The facts of the case are very instructive, and serve to shew how they manage things in the maffasal, and how they mean to manage things here hereafter, through section 11 of the Presidency Magistrate's Act. Well, there was a *natch* just by the house of Mr. Johnson which disturbed his slumber. He went to the people and asked them whether they had a pass. They had none and it was not necessary to secure a pass to celebrate a nautch in one's own house. He bade them to stop dancing but they disobeyed the order. He then fetched a Head Constable who charged them to stop, but they did not. Mr. Johnson still persevered and he then brought an Assistant Superintendent of Police, who, however, succeeded in puting a stop to their amusements, but alas! for a short time only. Immediately on the departure of the Assistant, the nautch commenced again. This time Mr. Johnson took another step. He went to them and told them that he would not leave the place till they had ceased dancing. Be it recollected that we have hitherto followed the version of Mr. Johnson himself. Mr. Johnson says that he was then assaulted by 6 or 7 men, and the Magistrate, it is said, sentenced the dancers to one year's rigorous imprisonment. The Magistrate admitted that Mr. Johnson had no right to disturb people in the way he did, and that he was a tresspasser and therefore criminally liable, but he took no further notice of the fact. The Police Head Constable and Assistant Superintendent had no business to interfere in this matter, and the latter actually put a stop to the innocent amusement of the dancers by abusing his power, but the Magistrate took no notice of the fact. The *Khansama* of Mr. Johnson, the only witness for prosecution, gave his deposition too, but he omitted to notice the fact in his deposition. He took no notice of the depositions of the witnesses for defence who alleged that Mr. Johnson insulted and assaulted them, that he tresspassed and repeatedly disturbed them, that he defiled the food of 50 or 100 men, on the sole ground that Mr. Johnson distinctly denied the allegation. But he took notice of the important fact that two of the accused were servants of Europeans and that enhanced the gravity of the offence! And the wise Magistrate at last comes to this profound conclusion that "if accused went after Mr. Johnson and attacked him in the savage and lawless manner described, they have been guilty of causing hurt." Yes if they did go, they were. If a man stole money he was guilty of theft. Who doubts that? We can still go further and solemnly declare that if a man deliberately and illegally kills a man he commits murder. We can even bring the matter home to explain it more fully. If the Magistrate was guilty of partiality he was very culpable. So far we quite agree with Mr. Currie that *if* the dancers assaulted Mr. Johnson, they were guilty of causing hurt but we cannot agree with him in the conclusion that *therefore* the dancers must be punished, as we cannot on the ground above alluded to, inflict a punishment upon the Magistrate. Neither can we agree with him in the opinion that people in the service of Europeans ought to be more severely dealt with than those who do not hold such service. It comes to this. Innocent people were dancing at their own place. Mr. Johnson, the Executive Engineer, with the aid of police officers attempts to put a stop to their amusement, and then at last resolves not to go till they had ceased, and the dancers are sentenced to a rigorous imprisonment of one year.

———ooo———

LORD NORTHBROOK MEMORIAL MEETING.—The meeting convened by the Sheriff, was held last Saturday, under the Presidency of His Honor the Lieutenant Governor. There were about 300 persons present and a very small number of Europeans. It is needless to say that very good speeches were made, and Resolutions were passed, and an address adopted which was presented yesterday. Handsome donations from Vizianagram and Benares were also announced, and the meeting was brought to a termination by the usual vote of thanks to the chair. Indeed all the usual forms of a Public Meeting were gone through, and nothing could have distinguished it from other meetings of this sort but for a singular incident. There was a party of Ten souls who opposed the movement!

Now it so happened, that three of these Ten, belonged to the Indian League, and some of our brethren of the Press took advantage of that fact to connect the movement with that Body politic. The Council of the League have already disavowed all connections with the affair, and that meets all the requirements of the case as far as the Leaguers are concerned. But yet there are some other facts which may as well be mentioned. The requisition to the Sheriff to convene the meeting was signed not only by the Secretary to the League, but other prominent members of that body. Of the Ten who opposed the motion, only three belonged to the League. The gentleman who proposed the amendment was not a member of the League. When he proposed the amendment, the Chairman of the League himself was the first to oppose it. There were other prominent members of the League present who also joined in the opposition to the Ten. And last of all, we hope it will not be taken as a boast if we say, that if the Leaguers were at the bottom of this affair, they could have at least sent more than Ten souls to oppose the memorial.

There is a difference of opinion as to the merits of Lord Northbrook's administration, people holding extremely opposite views regarding it. To call a public meeting through the Sheriff, under such circumstance, for the purpose of voting a memorial, or an address, was not altogether a safe affair. The promoters, however, took the hazard. They no doubt calculated in their minds, that the people of this country are very apathetic and would never take the exertion of opposing any movement. They also calculated that innate modesty, timidity, the presence of the Lieutenant Governor &c. &c. would deter others to come forward. There was then the wording of the advertisement. It was understood that those who sympathised with the movement were only invited to attend. At least so Mr. Bell explained the meaning of the advertisement.

But it appears the Ten attached a different meaning to the advertisement. We speak under correction, for the action of the Ten was as much a surprize to us as it was to our fellow-citizens, neither subsequently have we got the slightest information from them on the subject. The meeting was "for the purpose of considering a proposal to erect, by public subscription, a fitting memorial to His Excellency, the Viceroy and Governor-General, who is about to retire soon." These are the words used in the advertisement. It is clear, therefore, that the persons present had the power of "considering"—and considering what? Not the nature of the *memorial* but the *proposal*. The persons present had, therefore, the right to consider whether a memorial ought or ought not to be voted for the retiring Viceroy.

Mr. Bell said, that the object of the meeting was to erect a memorial and not to pass a vote of censure. That was no doubt the object and nobody ever doubted it. But why was not that distinctly stated and then the Ten could have been prosecuted for criminal tresspass if they attempted to oppose the motion? The thing is, though the object was apparent, there was another object lurking at the bottom. It was to give a representative character to the meeting, it was to convince the world that the memorial was voted by the community at large. It was to serve that end that the advertisement was so worded. They could have easily added a line to the effect that only sympathisers are requested to attend. For, that would have set the matter to rest. But then the memorial would have lost its importance as coming from only a section of the community. Those who seek the advantages of a public meeting must also patiently take the disadvantages incident to it.

It appears the Ten took upon themselves to enter a protest. What their real intention was we know not, for neither were they allowed to take any part nor make any speech. So we speak under correction. They never intended to create any disturbance, or hamper the proceedings, for then they would have gone with greater force. Their object apparently was simply to record a dissent. Now let us see what actually happened. A public meeting was convened through the Sheriff, for the purpose of considering a proposal, or in other words, for the purpose of discussing whether the proposal ought to be adopted or not. About 300 persons responded to the call. Of these 300, Ten persons were of opinion that the proposal ought not to be supported. These, in plain words, are the sum and substance of the sin committed by the Ten against whom such a hue and cry have been raised by some of our contemporaries.

Now what was the punishment of this great crime, the great crime of going to utter sentiments which one honestly believed, in a public meeting? They proposed an amendment, but that amendment was not put. They wanted to speak, but they were not allowed. It is said, and our contemporaries above alluded to are being merry over the fact, that they were hissed out and cries of "Turn them out," "Kick them out" were heard on all sides. According to the opinion of our brothers, the Ten were eternally disgraced, and one of our contemporaries, has published their names, designations, pro-

fessions so that there can be no mistake about them. Indeed they have been branded with eternal infamy and cast out from genteel society altogether!

Now to our thinking, demoralization cannot go further than this. We have enough of sorrows as a nation, but we doubt very much, considering our national depravity, whether our punishment is adequate to our sins. Ten gentlemen were invited to a public meeting to express their views on a subject before it; and these Ten differed in their views from the majority and wanted to say so. But they were not allowed to say so by the majority; the majority hissed them, turned them out and used such expressions as these "kick them out," and so forth. In the name of all things sacred, whose is the disgrace, whose is the cowardly act, whose is the eternal infamy? But see, our public organs, the instructors of the public, and the guardians of our public morality gloat over the fact, that the Ten were not allowed to speak, and kicked out of the assembly! They have no word of chastisement for the cowardly act of the majority and not a word in behalf of the constitution, and all their vial of wrath has been poured upon the devoted heads of the Ten. They were invited to consider a proposal, and as their considerations did not correspond with the considerations of the majority, they were turned out. And the guardians of our public morality say that it was they that were branded with eternal infamy!

We fight for the freedom of the Press, we are justly proud of the boon conferred on us by Sir Metcalfe. We are so sensitive of this, that the least attempt to encroach upon this liberty is received with intense indignation. If freedom of the Press is of so estimable value, is not freedom of speech equally valuable? Is it consistent in those, who are so warm advocates of the freedom of the Press, to put down liberty of speech in public meetings? But we have hitherto considered the negative side of the question; let us examine the other side. It is said Babu Shambhu Chandra is at the bottom of this movement. If it is so, he has no reason to be ashamed of it. He will no doubt be censured by his brother Leaguers for this highly imprudent step. He ought to have known, that the League cannot afford to sustain a defeat at this early stage of its existence, and his presence might have been taken advantage of by malicious people to connect the movement with the League. Under such circumstances, he should have not gone there, or if he had gone there at all, he should have gone with sufficient force to carry his point. In this nineteenth century people are not judged by their motives but success, and so the poet said:

> Treason never succeeds, and for this reason;
> If it succeeds, who dares call it treason?

But look to the other side of the question. This is the first time in the annals of important public meetings in this country that Ten men were found, conscientious and energetic enough, to oppose a movement. We lack energy, moral courage, and earnestness for all that. Our public meetings are altogether tame affairs, where people are taught only to raise their hands when they are asked to do so. Here a most momentous point was at issue. Ten persons who were present there thought that they ought to enter a protest against the views of the majority Others in their place would have remained quiet, but they chose to take a decided and bold step. We said bold, but fancy, who, of the two hundred millions, from Cape Comorin to Himalaya, would have dared what they dared? At least none yet has given any practical proof of it. They dared to pass a vote of censure upon a Viceroy in a public meeting who was only a few yards off. The Lieutenant Governor himself was in the Chair! There was the sure prospect of a defeat, and no prospect of any reward, but yet in spite of all, amidst hisses of the many, they boldly fronted the Lieutenant Governor himself to press their views upon the public! We only wish there were many such Tens in our country.

The political significance of the action of the Ten can scarcely be over-rated. Rulers will thus find, that henceforth, to secure an acknowledgment of their good services from the public in general, it will be necessary to do something more than to keep a few leading men in good humour. The promoters of such movements will take better care in future. They will never more dare to call public meetings before feeling the pulse of the nation. And what a wholesome check this will be upon the action of our rulers! The Ten have proved that we have rights by which we can publicly censure a Viceroy for his conduct and the Viceroys will take care to avoid such censure by their actions We have hitherto been celebrated only for giving addresses, but the Ten have led the nation one step onward and for that the nation ought to be grateful to them. We hope it will bear fruit and encourage others to take interest in public affairs and make use of the constitutional privileges we enjoy.

Though "hissed" "kicked" and treated so honorably by the gentlemen present there, the Ten carried their point, however. What they intended actually to do we do not know. Perhaps they wanted to take exception to certain expressions, but the friends of Lord Northbrook have by their injudicious zeal, injured His Lordship much more than the Ten could have done. The speech remains untold and it is on record that the Ten were suppressed unconstitutionally. This entirely spoils the proceedings of that meeting. But above all, the Ten forced the gentlemen present there to confess that the meeting was for the admirers of Lord Northbrook only. This at once denudes the "Public Meeting" "convened by the Sheriff" of its importance. It becomes altogether a private affair and this was owing to the action of the Ten. And who after this can say that the Ten were defeated? The victory was theirs, complete and thorough.

—ooo—

THE TITLE'S BILL.—The Queen has graciously signified her intention of taking the title of Empress of India, as she was convinced it would give satisfaction to the people of India. This condescension is owing to the loyal reception that we gave to His Royal Highness, and this is the reward that Her Majesty means to bestow upon us for our loyal action in connection with the visit of the Prince. Some of our contemporaries have already expressed their satisfaction at this gracious condescension of Her Majesty, but the majority have as yet taken no notice of the fact. This, however, goes to disprove what Mr. Disraeli so cleverly said of the people of India in regard to this Bill. The Premier had two important points to urge in support of this Bill. One was that the people of India, unlike other nations, attached a great deal of importance to forms, and the mere addition of a title had great effect with them; and the second point was, that this assumption of the title of Empress of India would give universal satisfaction to the natives of India. The one is a matter of opinion, the other is a matter of fact.

As regards the first point Mr. Disraeli only follows the general opinion on the subject, as entertained by the Anglo-Indians here. This opinion is, however, wrong. No people in the world are so careless of forms in regard to public life as the natives of India are. Certain forms were observed in Mahamudan Courts certainly, but those are things of the past. There is no doubt a great deal of contention regarding precedence and the number of salutes and so forth among the Princes. But in this respect the Hindoo Princes are not peculiar, neither do we consider that these are mere matters of form. In public darbars, every sensible man must feel himself humuliated, if the respect due to him is not shewn. Such matters of precedence have created wars in Europe, and we do not see why the Princes of India should not exact the honor due to them like all honorable men. The Europeans, though professing themselves very independent in this respect, are in fact wedded to forms so completely, that they meet with them at every step. Even the cocking up of a hat must be under certain established rules, which no European in respectable society dares defy. The thing is, we alone do not choose to be put down for a nation of fools. To argue a question, or settle a point upon such basis as the stupidity of the people, is what we protest against. We are sick of those arguments, which begin with the premise, that though this is a foolish thing, and worth not the consideration of any sensible man, the people of India attach a great deal of importance to it and so forth.

The second point to which the Premier gave importance, indeed it was the most important point in his speech, was that the assumption of the title would give universal satisfaction to the people of India. After this assertion, the Premier found that it was necessary also to state how he came to know it. To this he merely said that he came to know it, it was a fact, that the people of India would like it. That he came to know it from informations collected by Government. He did not mention how it was a fact, or how he came to it. He rested the question upon his own testimony, and wished the public to depend upon it. Mr. Gladstone, however, doubted the testimony. He sarcastically remarked, that he was not aware that the Government had any secret communication with the people of India, or was more communicative to them than to the House. For it was the first time that the House came to know of the intention of Her Majesty. It was not, however, explained to the House, how the Government came by the information, neither is it known to the people of India as yet. There was certainly no *plebiscite* taken, nor was there any public meeting held, nor was the matter made a subject for newspaper discussion. The thing is, the Government had not taken the people of India into its confidence as sarcastically observed by Mr. Gladstone, nor did they know any thing about it before it was known to the House.

Some of our contemporaries, as we said above, have already expressed satisfaction at this condescension of the Queen, but unfortunately they have not given their reasons. This assumption of the title either means something or nothing. If nothing, the most sensible course is to remain silent. If something, the most sensible course is to examine what that something is, before we pronounce any opinion upon it. The strongest argument that the British Government could bring in support of the Bill, was that this assumption of the title would give universal satisfaction to the people. This argument is then founded upon a statement. If this statement is fact, the argument is unassailable; if it is not a fact, it falls to the ground, and with it the strongest or rather the only argument in support of the Bill.

But it is necessary, before we proceed further, to allude to another important remark of Mr. Disraeli. He said that from information at the command of the Government, he came to know the fact of the satisfaction of the people of India. But he further said, that the natives had reasons for this satisfaction. When we read so far of his speech it may be imagined, with what intense feeling we expected the disclosure of these advantages, that would accrue to us from the assumption of this title. We expected a disclosure of the advantages from the Head of the Government and the commencement of a new era for India. But the Premier stopped short. He found the dangerous ground he was treading, and did not commit himself to any policy. So we know nothing further than this, that the natives of India are for such a title because they see the advantages, which advantages remain as yet unknown to the people of India. Neither have our contemporaries who have expressed their satisfaction, nor the Premier who spoke on our behalf, disclosed the reasons why the assumption of the title would in any way benefit us. So we must try to find them out for ourselves.

There are sentimental people who are guided by their feelings. Whether there are such people in India or not is beside the mark, for the opinion of such people are not worth much, either here or in any other part of the world. To say, therefore, that the Queen is so much loved by the people of India, that this condescension on her part will delight them all, is a language which is not understood by the generality of mankind. Loyalty is not a sham but a reality, but still it is inferior to love. Now we would like to see a man or a woman who would be quite content with merely a sentimental acknowledgment of love. Would a peasant girl in India be grateful to the Prince of Wales, if His Royal Highness would publicly acknowledge, that she is her wife, when this acknowledgement in no way betters her position or secures her any right? She would, on the contrary, consider it a mockery. We think, therefore, that this proposed compliment may not satisfy the people of India simply because they love Queen Victoria. Subjects love their King, because they get something in return. Her Majesty is graciously pleased to pay this compliment to us, but does any substantial boon accompany this compliment! That is the point at issue. If the compliment comes alone, unaccompanied by anything substantial, we can return it by another on our part to our sovereign, by expressing our gratitude at the great honor done us. And thus there would be a formal interchange of courtesies between the soverign and her subjects, harmless enough in their effects, but serving no useful purpose whatever.

To give satisfaction, the comptiment must be accompanied by substantial boons. But what are they? Mr. Disraeli says there are some advantages, but they are locked up in his breast. Will Her Majesty, after the assumption of this title, give us a local Legislature? Will it please her to throw open the doors of the Civil Service? or to lessen the rigors of our criminal laws? Will there be even a tax remitted? We believe no. The British Government contemplates no such thing. What it contemplates is this. The people of India are fond of forms, and so this formal assumption of the title will please their *fancy*. What a fine compliment the British Parliament pays to our understanding! There was a time, when British merchant in America, used to get from the natives of the place, furs in exchange for glass beads, and buttons, for these pleased the fancy of the savages!

When the title of Empress of India was proposed, it caused a great deal of alarm amongst the natives of England. Because the title smacked of despotism, though it was a local title that Her Majesty sought and with which the English people had nothing to do. Now just ponder on this point. The people of England were alarmed, because the Queen wanted to take a title, which did not affect them but a far distant country, because it had bad associations connected with it, because the title of Emperor or Empress always conveyed the idea of despotism. Would it be natural to suppose, that under such circumstances, it would give any satisfaction to those, whom it affected deeply? Just think also, that the people of India dread the power of Russia, because it is a despotic power, under the control of an Emperor. This assumption of the title of Empress brings the Queen to the level of the Russian Autocrat. We are subjects of the English crown, which means that we are under a constitutional government. We are proud that it is so. It is quite true, we enjoy but very few of the advantages of a constitutional Government. But we expect better times. We expect to secure the privileges of constitutional Government one by one, as we grow in age and knowledge, under the fostering care of the British nation.

But here is despotism legalized. We have been now placed beyond the pale of the British constitution. We shall be seperated from the constitution no sooner the Queen assumes the title of Empress

India. We appeal to the British constitution when wronged by Indian Autocrats; but the British nation puts India, and India alone, beyond the pale of the glorious constitution of England. When Her Majesty announces, that she intnds to take the [illegible] of Empress, she indirectly proclaims, that India loses the protection of the British constitution, and is no longer a part and parcel of the British Empire. Is this then the reward which India is to get for the loyal reception it gave to His Royal Highness? The people of India are fond of titles and in proof of which see how some of them hanker after Roy Bahadoorships and Rajaships; and therefore Her Majesty to please the people of India takes an Indian title!

SCRAPS AND COMMENTS

The Revd. Mr. Long, one of the greatest authorities on Russian Questions writes to the *Herald of Peace* to the following effect in reference to Russia's progress towards India:—

"While the Press of England has recognised the advance of Russia in Central Asia as a measure necessary for her own development, called for by the needs of a growing Empire, and beneficial in its civilising effects, yet it is strongly felt that the contact of two great Empires involves the danger of collision—a contingency to be deprecated to the utmost, inasmuch as the real interests of both Empires, notwithstanding minor differences, are similar, and their influences over the down-trodden races of Asia are for good. Russia, as a rising Empire, requires a wide field for expansion abroad, and all efforts made to fix it within boundaries have been vain. Therefore, her pent-up energies must find a vent; but Central Asia, with its sparse population and few resources, does not afford an adequate sphere in this respect. The stream of Russian advance now flows with full force in that direction, dashing up in its way against the Indian frontiers; it cannot be embanked, but it may be partially diverted. Asia Minor presents such a sphere of partial diversion, in accordance with the national aspirations of Russia, that regard the acquisition of Turkey as its manifest destiny."

Mr. Long thus concludes:—

"In Central Asia, and on the Indian frontier, the two Empires are coming into close contact, risking a collision from the intrigues of native chiefs and the jealousies of frontier officers far away from England's base, where England has no allies, and no fleet can come. On the other hand, in Asia Minor, the stream of Russian progress would flow on until by extension it would become a fertilising stream, as has been the case with England's power in India itself. It is far safer, in the interests of European peace and of England itself, to have Russia in the Mediterranean than on the frontiers of Afghanistan. England has shown her appreciation of India's interest in the late purchase of Canal shares. The occupation of Asia Minor by Russia would not be likely to be kept in check by the rival interests of Austria and Germany. The intervention of England with Russia in Turkey will lead to the counter check of Russia's interference with England in India—transferring her attention from the Bosphorous to the frontiers of Afghanistan and Kashmir. The extrusion of Russia from Turkey is her intrusion into India."

The Hajut system obtaining in Madras appears to be barbarous in the extreme. The local *Standard* says:—

"The Torture Comission was held so long back as 1854 and the revalations unfolded by its enquiries threw a lurid light upon the Police administration of that time. The local Government then adopted tringent measures to put down torture practiced by the Police either to extort evidence or for any other purpose. Twenty-three years have passed by since the iniquities of the Police, in this respect, were unveiled to the gaze of an indignant public and to a Government bent on reform. But, as a matter of fact, the police lock-ups in Madras continue to be even now dens of torture to the miserable wretches who, falling into the grasp of the Police, are cast into these places of incarceration. These lock-ups are generally looked upon as pandemoniums in which the unfortunates who happen to get into them are kicked, beaten, and otherwise ill-treated by the subordinate officers of the Police with the object of extorting confessions and bribes. The other day, Colonel Weldon, very properly made an example of a Police Head Constable who had been guilty of ill-treating a prisoner, and His Worship, by his remarks, shewed that he is determined to visit all such cases with a severe penalty."

Purusharthaprathaini, an Anglo-Teligu Journal, has the following on the "Whims of Authorities."

"First of all, it was notified that all Government Servants must pass the U. C. S. Examination at least. Afterwards, those who were in service before 1859 were exempted from the burden of passing any examination. Some time ago, it was ruled that no unpassed candidate can receive a salary above Rs. 25 in any Public Office, and afterwards the order was changed that unpassed persons in Public employment cannot get more than Rs. 20, and subsequently it was ruled that Rs. 15 only are to the lot of the unpassed: but now again an order seems to have come out prohibiting the employment of unpassed persons in the U. C. Service on any low amount of salary, and also spreading its retrospective effect up to 1864. Hitherto, posts of Rs. 20 or 15 could be held by the unpassed, but the order now issued deprives all such persons of their situations though their period of service be a pretty long one and though their experience and practical abilities make them very much better than passed candidates. O pity? Where is charity? Does the Goverrment know its own mind? Why should the Government first allow unpassed persons to remain hopefully in the service? Why should it now be so uncharitable as to see many hundreds of poor contented souls relentlessly thrown out of employment? Does the Government think that passed candidates fresh from schools be more serviceable than the unpassed who are good Accounts and good pen-men? Is this a just act?"

It is a commendable virtue in a Government to supply the wants of the different sections of people by shewing them means of protection and improvement: but to deprive them of livelihood and make them poor and needy is more than unjust.

[illegible] little of Empress seems to have had a very [illegible] upon at least one gentleman; for it ap[illegible] after the debate which preceded Mr. Disraeli's motion to read the Titles Bill a second time, a scene occurred in the Strangers' gallery of the House of Commons which the *Globe* describes as "painful:"—

"When the strángers' galleries had been cleared, it was found that there was a man sitting in the Speaker's gallery, who on being requested to leave refused to do so. At this time the floor of the House was quite deserted except by the clerks at the table, who were completing their record of the night's proceedings; but several hon, members in the lobby hearing that one of the strangers declined to quit the House, came back and soon a pretty large group was collected, all looking up with astonishment at the gentleman above the clock, who was surrounded by messengers and policemen, and again and again urged to go. He still refused to go, however, and when it was suggested that he should be turned out, he exclaimed that it would be a "pretty hard job for anybody to do that," and immediately afterwards, rising to his feet, and addressing the Speaker's vacant chair, he shouted, 'I am here under the protection of the country. I appeal to the Empress, to the House of Commons, and to the soldiers. I appeal to all three.' This he repeated several times, but without any trace of the excitement produced by drink, and it was soon apparent that the unfortunate man had altogether lost his mental balance. Steps were taken to remove him from the place, but he still continued to call on. The Empress, the House of Commons, and the soldiers' and then 'the Speaker,' shouting across the building as he was laid hold of by the police, 'Is the speaker here?' Then come an appeal to the policeman,' 'Don't tear my clothes;' and, and finally, as he was carried down the steps from the gallery, came a last appeal 'to the serjeant-at-arms and the Home Office.' The scene only lasted a few minutes, but it produced a most painful impression upon the few who witnessed it, though every care and consideration was shown in the removal of the unfortunate man. It afterwards transpired at the Westminister Police Court that the excited gentleman was a coal merchant named Robert Ginn".

Evidently the title Empress does not go well with 'Gin.'"

The following interesting letter regarding Sir Salar Jung's visit to Europe has been published in the *Times of India*:—

"I laughed with much consumedness the other day when I read the paragaph—demi-official in form, and wholly officious in fact—of your Allahabad contemporary respecting the non-departure for Europe of the regulator of the Nizam's State. I am able to inform you positively that His Excellency is to go; he starts for Bombay next week, and will then set out on board a steamer hired for his sole accommodation and that of his friends—likewise of his friends' friends. His Excellency's experience in voyaging has not hitherto been so extensive as that of his co-religionist, Sinbad. Indeed, the only acquaintance he has made with the dangers of the deep is confined to navigating Meer Alum Tank, a stormy enough sheet of water at times. I have seen breakers on that tempestuous inland sea ten inches in height. His Excellency will make his first acquaintance with the *mal de mer*, Neptune willing, just off your lighthouse. In his transit of the Arabian sea, I beg to wish him "fav'ring gales," or at least a good head of steam. In due time cinerous Aden will behold him, and he in turn will view with delight the fertile island of Perim buried beneath blooming flowers and guarding the gates of the Erythræan Sea. In coasting along the natal land of his faith, why should not the Minister stop at Jeddah, or Djidd'eh, as some exact people would write it, and take a run up in Mukkah, there to behold the Ka'aba, and become in consequence a Hajji like your Ulyssean friend, Captain Burton? Time, I fear, would fail him. Four months is the limit of absence which the conscientious Minister has allowed himself, and with a view to being back in tine, the work of each individual day is carefully cut out beforehand. The Gulf of Suez will in due time receive the Hyderabad party, where they can speculate upon the possibility of their floating over the buried wreck of Pharaoh's host. M. Lesseps' ditch will yield them a passage into the Great Sea, as our ancient friends and prototypes the Hebrews used to call it. From Port Said the voyagers will steer N. W and make for Naples. The place to see and die will thus be the first spot of European ground on which Sir Salar will plant his foot. From the rumbling and grumbling and fitful movements of the Vesuvian crater His Excellency may gather some suggestive ideas of the state of political unrest in which the continent of Europe is plunged at the pressnt moment. From Naples he will proceed to Rome. I have a strong suspicion that the pious Mussulman noble will be horribly shocked at the amount of graven images which will every where meet his view in the Eternal City. Paris will of course be favoured with a visit from our local ruler, and he might there advantageously take a lesson in the necessary art of putting down street insurrections. A Baron Hausmann is much needed to enlarge and open out the streets of Hyderabad. Sir Salar's French is superior to that taught at Stratforde-atte-Bowe, and he will thus be enabled to get along with some degree of comfort in the Paradise of sainted Americans. Then your dirty, sloppy, slobbery, gloomy sooty island, "the home of a true-born Englishman" of songstral celebrity, will receive His Excellency. No wonder, he will cogitate with force and frequency as he finds himself enveloped in stifling fogs, no wonder that Englishmen are so fond of leaving so outrageous a climate and coming to stay under the bright warm suns of the Deccan. Is he to push the Berars question? some one will ask. No, he is not; he will not personally exert himself to secure any discussion of the question while he is in London. But Gracious Heavens, if he does get the Berars back, what will become of the snug billets and warm corners in which sundry gentlemen are ensconced in that part of the world? His stay in England will not be a protracted one. He will be for a short time the guest of the late Viceroy, and these two dignitaries, ex-and present, will have a quiet chat over that correspondence in which poor Mr. Saunders was made the catspaw of the people in Calcutta. I have not heard it rumoured that there will be any meeting arranged between the Minister and the late Resident. Some time ago I set you, and consequently the wide world, right as to the real inviter of the Nizam's Premier to England. It was not the Duke of Sutherland, but the Prince of Wales, which does not look as if His Royal Highness had taken the Nizam's absence from his Bombay durbar very much to heart. The future Emperor of India will entertain the Minister of his greatest feudatory for a short time, introducing him to his august Mother either at Windsor or Balmoral, whichever place may be at the time honored with the Royal presence."

The conservative reaction that is sweeping over Great Britain is not confined to the region of politics. In the preface to the latest edition of Debrett the following passage occurs:—

"For some years past the numbers both of marriages and births among the titled classes and their children had been gradually waning; in 1875, however, a material change occurred, and the year is remarkable for the great number of fashionable marriages that were solemnised, and the many children that were born to those whose names appear herein (the Peerage, Baronetage, &c.,) or to their immediate connections." It would be too much to say that Mr. Disraeli has done it all, but certainly he ought to be presented with slices from the wedding and christening cakes of the "upper ten," which under his spirited Government ha[ve] found courage to marry and replenish the silent nurseries of May fair."

The London Post Office report furnishes much material for amusement and reflection:—

Last year twenty thousand letters were posted without any address, *i. e.* in blank envelopes. Four and a half million letters were received in the "Returned Letter Office." These figures also represent the number of additional missives passed through the post on the day devoted to Saint Valentine. Frogs, leaches, tea, coffe, hops, watches and limbs for dissection are posted. The Dead Letter Office clerks deserve to be reckoned amongst the sharpest and claverest of mankind for their skill and patience in deciphering the most incomprehensible addresses. Somebody tried the Post Master General's subordinates with postal cards addressed and written in short-hand, and they were deciphered and delivered correctly; but it is questionable if the cleverest of them would be able to find "Mr. Smith at the back of the Church, England." That is how one letter was addressed. The cover of another bore the following startling direction:—"This is for the young girl that wears spectacles, who minds two babies." The girl's residence was in Liverpool, and her correspondent finished his curious direction by giving the name of the street and number of the house; so also did the writer who directed a communication to "Her that makes dresses for young ladies that lives at other side of the Road," &c. Imagine the difficulty there must have been in finding the rightful owner of a letter addressed to "My dear father in Yorkshire at the white cottage with the white palings." Yorkshire probably contains a good many cottages answering that description, and the originality of the direction might have been the cause of much dissension amongst the "dear fathers," who thought themselves entitled to the letter.

An English Paper says:—

A fee of three hundred guineas for one visit was paid to Sir William Gull on his attending a private patient in a Liverpool suburb the other day. It is a serions thing, of course, for a physician with such a practice as that of Sir William to absent himself from it even for a day, and indeed a loss might very easily be entailed which it would be impossible to repair. This is the reason why the fees asked by eminent medical men for visiting patients at a distance are, and are intended to be, prohibitive. In the present instance the ease was one of typhoid, and the patient a young lady. It is stated that the treatment which was being followed by the local practitioner was in evey respect confirmed by the Court Physician of London."

The *Madras Mail* furnishes us with a full description of the recently invented "type-writer" machine, which promises to be a great boon to all those who have much writing to do:—

"The instrument is mounted on a stand like a sewing-machine, which it also resembles in size, as it occupies about a cubic foot of space. In front at its base is a small key-board, with one key for each letter of the alphabet, the numerals and stops, &c., the depression of which causes a corresponding sign to be registered; and immediately the key is released, the paper with its printed sign is automatically shifted the required distance to receive the impress of the next letter. At the end of a word, a key designed for the purpose spaces the requisite distance. In this manner a line is printed off. When its end is reached, the machine strikes a bell as a warning to the operator, who immediately presses a treadle with the foot, whereby the paper is sharply brought back to its original position; the paper is likewise moved upward a certain distance, by the same action, to prepare for a new line. The manner in which the type works may be thus briefly detailed. Each key is attached to an arm running upwards through the middle of the instrument, and all the arms are arranged in a circle. To the upper Portion of each arm a smaller one is levered, bearing at the end a letter corresponding to its particular key. When the keys are not depressed, these smaller arms hang down, and the depression of the keys cause the letters to strike the *centre* of the circle; hence care is necessary not to depress two keys at once, for the corresponding letters, unabls to occupy the same position at the same time, would then become locked. A ribbon, saturated with a special kind of copying ink, is immediately in front of the letter paper, which is strained round an india-rubber roller, and the sharp blow of the type against the ribbon and paper causes an impression capable of being copied into letter books. The operator, when accustomed to the use of the instrument, is able to print off matter from dictation much faster than it could be written in long hand. The average speed of the pen is from 15 to 30 words a minute, whereas the average speed of the machine is from 30 to even 60 words per minute, according to the dexterity of the operator. Thus, with practice, 10 hours' work with the pen can be done with the type-writer in 5 hours, and one skilful operator on the machine is fully equal to two expert pen-men. Moreover, the operator can write with any finger of either hand, and can sit or stand in any position the while. Further, by the manifold process, sixteen copies can be made if required."

The cost of the machine is only £21 and it is already being adopted in large offices in London.

On the spirit of modern Indian legislation, the *Indu-Prakash* has the following:—

"The Bombay Revenue Jurisdiction Bill, which has just passed the Legislative Council of the Government of India, is another off-spring of the noble policy of liberal England represented by the civilians in India! The news of this Bill, passing after an unprecedented hard fighting for 2½ years, was last week flashed to the dailies. After all the opposition of the whole of the Indian Press, the several Associations in India, the East India Association, and the local Government, Councillors, and High Court Judges, Lord Northbrook has taken the credit of bestowing upon the Indian ryots the blessings of placing their destinies completely in the hands of the all-benevolent and merciful Collectors, and ridding them of the mechanical and inexorable justice of the Civil Courts, untrained as these are in revenue affairs! Indeed, but for Mr. Hope, with his complete knowledge of revenue affairs 'more probably than any other civil officer,' who had given the greatest assistance to the Government of India in this important measure, the people of India would never have been so impressed with the great truths that the High Court cannot decide revenue cases because they are not trained

in revenue questions, and the Bombay High Court's decisions may be doubted by a revenue officer sitting in the Legislative Council !"

The *Bombay Gazette* publishes a long despatch from the Secretary of State, and other papers, regarding the future arrangements for the selection and training of candidates for the Indian Civil Service. The decision arrived at is, in brief, to reduce the maximum age from twenty-one to nineteen, the minimum age remaining fixed, as at present, at seventeen. Of the members of the service who expressed any opinion on the question, thirty-three were in favor of raising and twenty-three in favor of reducing, the age. The arguments which have led the Secretary of State to adopt the view of the of the minority are embodied in the following paraghraphs of the despatch :—

The most cogent argument for taking this course is that a University education cannot be ensured for the candidates by any other. Much has been said against the system of special training under which most of the selected candidates have been prepared. In itself, it is undoubtedly an incomplete and partial form of education ; but, such as it is, it is an inseparable accompaniment of selection by competition, especially when the competition is severe. The candidates can spare neither time nor energy for any other subjects of instruction than those which will tell upon the examination. Every hour spent upon irrelevant learning is an advantage gratuitously presented to a rival. Teachers, therefore, whose mode of instruction is exclusively designed to obtain success in the examination, and who recognize no other object of endeavour, must necessarily be preferred to those who have a larger aim. The University course, which must provide for other pupils besides the candidates in the Indian competition, can never be so perfect an instrument for gaining marks at that examination as the instruction of the special teachers. Candidates therefore, before, selection will not willingly resort to it. No such difficulty hinders a residence at the University after selection. The further examinations through which the candidates have to pass will not be competitive ; the special subjects are such as can be studied there with peculiar advantage ; and a powerful encouragement can be offered to a University residence, by restricting to those selected candidates who frequent the University the subsistance allowance given by the Government. It would obviously be impossible to offer any similar inducement to the whole mass of candidates previous to the competition.

A lower limit of age is recommended by another consideration of importance. Out of the number who present themselves for competition, it is certain that four-fifths must fail, because the candidates are usually more than five times as many as the vacancies ; and no prudent parent, in selecting a profession for his son, will leave this certainty out of consideration. Some professions are absolutely closed, others are almost impossible, to a man who thinks for the first time of entering them at the age of 22. A man, therefore, who competes for the Indian Civil Service at that age, undoubtedly strives for a valuable prize, but does it at a formidable risk. He stakes, in a measure, his change of self-support upon the result of a competition in which it is certain that four-fifths must fail. It is more than probable that such a risk must weigh strongly with parents, and diminish the field of competition, especially among the professional class. But no such apprehension will be possible if the limit of age is fixed at 19.

It is needless to say that not only the balance of argument is the other way, but that the decision of Lord Salisbury will prove a very serious misfortune to India.

A Letter from Vienna in the *St. Petersburger Zeitung* says that the question which now most occupies the attention of Austrian diplomatists is how to provide for the return of the Herzegovinian fugitives to their homes :—

It is not only the dangers with which they are threatened by the Mahomedan population which are a source of anxiety ; the great difficulty is to supply these unfortunate people with the means of rebuilding their dwellings, and of providing themselves with the necessary stores of provisions, cattle, seeds, and agricultural implements for the cultivation of their fields. The number of the fugitives exceeds 100,000 and the small remnants of their property which, they brought with them when they crossed the frontier have long been exhausted. Their houses, agricultural implements, and cattle have all disappeared, and it is very questionable whether the Porte, however willing, will be able to muster up sufficient funds to replace them, while, if they are not replaced, at least to some extent, the result must be a general destitution, if not famine, for which neither political reforms nor the efforts of diplomacy can provide any remedy. Negotiations have accordingly been opened between the Vienna Cabinet and the Porte on the subject : but though the Turkish Government has declared its willingness to receive the fugitives and to grant them a free pardon, it has not touched upon the question of supplies. A further communication was then sent from Vienna, pointing out that the insurrection had been mainly caused by material grievances, and that the concessions now made to the rayahs, will prove illusory if they are only permitted to return to their devastated villages. and are not at the same time afforded the means of existence.

Such a proceeding can only tend to make the insurgents more desperate, and to prolong the conflict notwithstanding the pacific intervention of the powers.

No one can doubt that Egypt is distined to pay once more a very important part in the affairs of the world. Its people would seem to have acquired the happy knack of turning all things to account. In the utilization of commercial products, this has already gained for them some applause, the reader therefore will be the less surprised to hear of the great preparations making in that country for putting in a good appearance at the American Contennial exhibition :—

"The interest which Egypt is at present exciting justifies us in considering for a moment its commercial products as they are set forth in the catalogue of the contribution of the Khedive to the approaching Exhibition. The catalogue is splendid and comprehensive, and shows that there is much more than corn in modern Egypt. This catalogue comprehends 6,000 specimens. The display of cotton alone contains 2,500 samples, including specimens of the crops of the past eight years, with the prices they brought in Alexandria and Liverpool. Sugar, raw and in a refined state, figures next in point of importance. All the grains which make glad the valley of the Nile—wheat, maize, barley, beans, and peas ; a large variety of fibres, some less well-know than hemp and flax ; all the woods of Egypt, in sections of trees polished on one side, will figure in departments side by side with dates, olives, tobacco, indigo, perfumery, honey, saddles of curiously-embroidered leather massively-mounted in gold, scimitars with jewelled hilts, furniture inlaid with ivory, silken curtains, drain pipes, shovels, hoes, axes, books for the blind, copies of the modern newspaper, and specimens of ancient papyrus. These several native products are ticketed with the name of the localisty from which they are sent, whilst close at hand is to be a large map bearing the legend, 'Egypt in the Centennial Year of the American Republic.' Thus visitors will be enabled to see the native produce of this wonderful country on the Nile bank, and to trace out for themselves the various points of geographical interest.

It would appear as if England were going to be avenged for the Alabama affair :—

"A rumour comes from Washington that the Secretary of State anticipates an English claim for indemnity against the United States on behalf of Englishmen who suffered by the Emma Mine scheme, they being deceived into the belief that it had the endorsement of the United States Government through the appearance of the name of the American Minister as a trustee. If England were seriously to advance this plea, it should have as good grounds in its favour for damages as the Americans were able to shew to the Geneva arbitrators on the Alabama depredations."

But England is prudent enough not to quarrel with her American cousins.

A manifesto has been issued by the Herzegovinian insurgents ; the part relative to England is as follows :—

"Mighty England, until lately the greatest friend of Turkey, nursed it, thinking she tended a deserving child, who would grow up into a worthy man, generous and useful to other nations. But England, too, now opens her eyes and discovers that instead of a man she has fostered a poisonous serpent which, once great and strong, has become an evil to mankind an evil which would not only swallow or poison mankind, but would even bite the hand that fed it. The powerful English State has allowed Turkey to fall into a destructive abyss, and listening to our cry for relief, gives us her assistance, for which we owe her an eternal debt of gratitude."

The *Times* Special correspondent Dr. Russell says :—

"The writer who can give a fair, satisfying account of any one week of the Prince of Wales's wanderings possesses an art more wonderful than any which the photographer, the artist, the poet, the historian, and the Court Circular Editor could exercise if they were combined in their abstract excellences in any one person. It is not "wild warbling Nature all," but it is far, "beyond the reach of art" to put into a column or two of newspaper type impressions of an ever-varying panorama of strange scenes, cities, processions, reworks, durbars, chiefs, presents, receptions visits, salutes, banquets journeys running through seven days from post to post. Any one of these would furnish material for a letter as long as those which are devoted to feeble summaries of the pageantries which succeed each other as days follow days without the interval of nights. Most of us have admired the grand procession which the late Mr. Harris despatched from the side scenes to inaugurate the coronation of the Prophet in Covent Garden, but very few would care to read an account of it night after night. Covent Garden is a geographical fact to the people who frequent theatres at home ; but what is Baroda, what is Delhi, or what is Agra, or what is Gwalior, or what is Jaypore to them ? These are names, mere names. Yet be assured that those who have seen the most magnificent and extraordinary spectacles ever beheld on or off the stage in these later days have never witnessed anything like the displays which day after day unfold themselves for the Prince of Wales. At the end of the week there is not, I firmly believe, any one here who can well distinguish between one display of fireworks and another, one banquet and another, identify his elephants or his tents, draw a line between one fine procession and another, or pretend to give a particular account of what he saw at one place without running into the sights which bolonged to another scene. If there were such an one, to what end would be his peculiar ability ? He could scarcely hope to interest those to whom India is a more geographical expression in accounts of what was seen and done at Agra, Gwalior, or Jaypore, Scindia is to millions of Englishmen much the same as Prester John was to their ancestors, Jey Sing, who built splendid cities and palaces, and who founded astronomical institutes when England was scarcely conscious of Newton's glory, and when London was "a greater waste of burnt ruins, with a few fair houses on the banks of the river and a goodly cathedral as Westminister," is to many more a personage as new as any of the African Potentates to whom Baker and Cameron have lately introduced the public."

INDIAN SHAMS AND MR. DISRAELI'S SHAMS.

(From the Bombay Gazette, April 1.)

When a burlesque actor, not long ago, sang a song in the Bombay Theatre about the prevalence of shams in India, he took a juster view of Indian affairs than Messrs. Eastwick, Monier Williams, and other distinguished travellers in Hindoostan. Sham, or lacquer, at least, pervades all things Indian now from the Council to the *keranee*, and there is not a section of Anglo-Indian or native society free from it. There is the Government of India, to begin with, preaching liberal ideas and practising Tory facts. There is the Church, professing Protestantism and playing Papistry. There is the Army, with all sorts of Generals and Commanders-in-Chief praising it to the skies, though it is devoid of officers in the native service, and composed of mere boys in the other. There is the mercantile element, whose probity is so remarkable that a common act of honesty on the part of Baring Brothers, the other day, has gone the round of the papers as something both unique and exemplary. There is the Law with barristers unblushingly taking fees for work they never performed, and there is Justice, under which the wretched ryot groans. There are our woman kind ruining themselves and their husbands in dress, and there is man, mean and mendacious, striving to keep up false appearances, and truckling to everyone who can help him to do it. But after all, what else can be expected but a plentiful crop of evils from such a Mammon-worshipping age and country as ours is ? It is the devil whom all classes are setting on high to fall down and worship, but we have it on the best authority that we cannot serve God and Mammon. The world chooses the last, and it is idle to complain that the result is selfishness, meanness, and iniquity, such as this Indian Empire of ours has never heretofore witnessed in the days of the Nabobs.

There was an old saying of the time of our grandfathers that men went to India to make their fortunes and to lose their lives. Neither was the Nabob a loveable character ; still he had the one redeeming virtue of generosity. If he was choleric he was not parsimonious. If he thrashed the "niggers" he scorned to humbag them. And he hated shams as much as Sir George Campbell does. His morality was not good, rather the reverse, and yet it will bear a not unfavourable comparison with the unctuous hypocrisy of our own times. The Nabob was evil enough to form connections with the native women unhallowed by the blessings of the Church, but he did not make it the business of his life out of office hours to strive and seduce his friend's wife. He was honest enough to take care of "the connection," and to provide for her offspring. He did not throw the unfortunate victim of his art on the streets, or make some filthy public trial out of her weakness. There are fashions in these things, and the Nabob had not the worst of them. More than all, he was no hypocrite even in his vices ; and if he got drunk on arrack punch he drank in company, and was not the secret soaker but pharasaical contemner of strong waters so common in these times. The Nabob, indeed, was the product of a manly policy of rule in India ; his descendant of these latter days is the out-turn of sham and lacquer administration, pretending one thing, doing another, and as subservient to Mammon as the very Brahmins and Marwarees of the country.

When there was more vigour in India and less lacquer, the European here was a nobler man. He had not his mouth full of fraternity, truly, but he was sincere. How far his present insincerity is due to the administrative theory of levelling him down to the Native it is useless to inquire ; it is enough that the insincerity is so patent as to be observed, as before said, in every section of the Anglo-Indian community. High and low, small and great, all look to money as the great object of life here, and not one in a hundred is sincere enough to say that he is worshipping his own particular Mammondevil and nothing else. One man says that he is here as a statesman to serve his country, and to do his duty by the people, and he goes and lives in Capuan Simla to make good his words. Another calls himself an Apostle of Christ and lives altogether in station society, with the heathens, for all the cares, going to the devil around him. A third comes to India for his health, a fourth to realise a modest competence on the most strictly honorable principles, and nobody comes to India to get married, although there are many women in the country. Truth, aghast, has retired to the bottom of the conventional Indian *bowry*, and the great fetish Sham reigns rampant at our-feasts, our councils, and in our very forms of religious worship. Perhaps one of the most curious instances of this authority of sham over reality, of fiction over fact, is one to which we have already alluded—Sir George Campbell's repudiation of shams. This is because Sir George is in England, and on longer an Indian, and an official Indian. We do not impute wilful misconception to Sir George Campbell, who was an honest man after his kind, but rather selfblindness. He did not know, when he was Lieutenant-Governor of Bengal, and hating shams, that he was a sham himself by virtue of his position and his policy—perhaps the greatest of all. His heart, as we see he now confesses, was with ideas of absolute Government for India or the rule of the Mogul, while his preachings were all in favour of that political millennium when the Brahmin will lie down with the Briton, and the native woman with the lady of fashion. When Governors and Councillors of India deceive themselves, smaller men may follow, and the principle is the same whether self-deception takes the shape of self-interest or the interests of the many. The Indian air is heavy with hypocrisy, public and private, and there are times when one might imagine it better that the storm that threatens to burst at once than to continue to hang over the land pregnant with uncertainties. Not, indeed, that this last is a good word for what threatens ; certainties would be better. There was never a nation, a kingdom, or a power yet, which gave itself up to theories without having cause in the end to repent it sorely ; and what are Indian political theories mostly but deceptions ? There was never a nation that fell into effeminate and luxurious ways but lived to regret it. There are the English in India disguiting everything, concealing everything, putting false faces on ugly facts, leaving for Mamon, and behaving publicly and privately more or less orientally, and yet they expect no tempest to come of it all, no national calamity to avenge the falseness of their life. We are not, we hope, prophets of evil, like Mr. Lowe ; but, if history is not fiction, we must believe that the life, political and private, Englishmen live now in this country will have its own Nemesis. Perhaps the ideas here expressed may be deemed exaggerated, and unnecessary, as they will certainly be considered unpleasant ; however, the reader has only to turn to the preface to the London edition of the "Black Pamphlet" to see them, in effect, reproduced there. We are, the pamphleteer seems to say, living politically, if not privately, like the people before the Deluge, and lo ! the flood came and swamped them all. Truth-tellers are called ravens and prophets of evil in this very self-confident age we live in, and men and women think they are safe so long as they make things pleasant for themselves ; but the truth is that this philosophy is false, and though we all to-day pretend to be so virtuous we have much to learn even from such a character as the evil-living, choleric, and liverless Nabob.

Even when people touch Indian affairs they seem to become infected with the Indian malady of shams. What could have been a greater sham than Mr. Disraeli's attempt in the House of Commons to justify his determination to make the Queen an Empress at the expense of the Princes and people of India ?

We regret exceedingly that the sham was not more thoroughly exposed. Mr. Gladstone asked again and again, but in vain, for the evidence of the statement that the "princes and nations" of India were anxious that the Queen should assume the title of Empress. The sham triumphed ; and as it did so, it gave an ominous hint of what will be the pretentious and debasing character of the career of Cæsarism upon which apparently the Government of India is now about to enter.

ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
Kessuvram Umbaram Esq.. Bombay	5	0	0
Secry. Rerding Room Masulipatam	2	8	0
Ganilal Gangadas Desai Esqr., Bombay	5	0	0
Secry. Hindu R. Society, Chellumbrum	5	0	0
N. Dayabhoy Naik Esq., Surat	5	0	0
Chintaman Kashinath Esqr., Mallgaon, Nasick ...	2	8	0
Keshau Balkrishna Patavardan Esq., Nagpur ...	5	0	0
Secry. Native General Library, Bhuvawl ...	5	0	0
M. S. Mootooswamy Naido Tripatar, Salem Dist.	5	0	0
Bhaskur Sadashib Panawalkur Esq. Bombay ...	5	0	0
Narayan Pandooram Esq. Poona	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. B... Ananda Chatteree's Lane, Bagbazar, Cal...*

মহিষমারির রাস্তা সম্বন্ধে ভারত সংস্কারক যখন আমাদের কথার প্রতিবাদ করেন, তখন আমাদের সন্দেহ হয় যে, হয় ত আমাদের ভ্রম হইয়া ছিল। কিন্তু বাবু হরিদাস দত্তের পত্র খানি যদি সংস্কারক সম্পাদক পাঠ করেন তাহা হইলে বোধ হয় তিনি তাহার ভুল স্বীকার করিবেন। হরিদাস বাবু ও দেশের মধ্যে এক জন অতি প্রধান লোক। মহিষমরির রাস্ত সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা আমাদের ও সংস্কারকের উভয়েরই মান্য করা উচিত।

মকস্বল মিউনিশিপ্যালিটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস ইহার দ্বারা দেশের অনিষ্ট হইবে। মকস্বলবাসীরা ইহার প্রতিবাদ না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেল করিয়াছেন এবং আমদের ভয় হইতেছে পাছে আমরা এই পাপের নিমিত্ত কোন গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হই।

ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রতি দুই জন নূতন মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু জগদানন্দের স্থানে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এবং বুর্ক সাহেবের স্থানের থ্যাকাস্পিঙ্ক লাইব্রেরির স্পিঙ্ক সাহেব।

গত কল্য সন্ধ্যার সময় আমাদের নূতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন কলিকায় পৌছিয়াছেন।

কর্ম্মখালী।

দারজিলিং ডেপুটি কমিসনারের আফিশে এক জন শিক্ষিত আকাউণ্টেণ্টের প্রয়োজন। বেতন মাসে ১০২ হইতে ১৬২। আঃ কমিসনার A, W, Paul সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

মুরশিদাবাদের কলেকটরিতে দেড় মাসের জন্য এক জন ফষ্ট গ্রেড কানন্গুর প্রয়োজন। বেতন ৫০ টাকা। W, Wavell সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

২৪ পরগণার সেশন্স জজের আফিশে এক জন হেড ক্লার্কের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৭০ টাকা। A, T, Maclean সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ভাগলপুর ডিষ্ট্রিকট রোড ওয়ার্কের নিমিত্ত এক জন ওভারশিয়ারের দরকার। মাসিক বেতন সমেত পাথের ৬০ টাকা। V, Taylor সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

কর্ণেল বার্ণ যত দিন ছুটীতে অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন জলপাইগুড়ির ডেঃ কমিসনার মেজর মনি সাহেব দরভাঙ্গা ষ্টেটের ম্যানেজারের কার্য্য করিবেন।

যশোরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ভোসী সাহেব জলপাইগুড়ির ডেঃ কমিশনার হইলেন।

ফিমুকেন সাহেব দরভাঙ্গার সেটলমেণ্ট আফিসর হইলেন।

রামপুর হাটের অঃ মাঃ বোলটন সাহেব মুরসিদাবাদ সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

মুরসিদাবাদের আঃ মাঃ গেইল সাহেব রামপুরহাটে বদলী হইলেন।

গোয়ালন্দের জাঃ মাঃ পসফোর্ড সাহেব কৃষ্ণনগরে বদলী হইলেন।

মানভূমের অন্তর্গত গোবিন্দপুর সব ডিবিসনের ডেঃ মাঃ ম্যাকেঞ্জি সাহেব গোয়ালন্দে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেঃ মাঃ বাবু মহেশ চন্দ্র সেন গোবিন্দপুর বদলী হইলেন।

নিম্ন লিখিত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটগণ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেনঃ—স্যামুয়েলস সাহেব, পসফোর্ড সাহেব এবং কর্ণিস সাহেব।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারীগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর জইণ্ট মাঃ হইলেনঃ—উইলকিন্স সাহেব, স্ক্রিন সাহেব, ও টীউট সাহেব।

বাবু ত্রিগুণা প্রসন্ন মুখুর্জ্জি নদহার একটীং মুন্সেফ হইবেন।

সংবাদ

—আমাদের এখানে যেরূপ পয়সা প্রচলিত, সিংহল দ্বীপে সেইরূপ সেণ্ট নামক এক রূপ তাঁবার মুদ্রা প্রচলিত আছে। সিংহলের গবর্ণমেণ্টের সম্প্রতি ৬৭ লক্ষ তাঁবার সেণ্টের প্রয়োজন হয় এবং উহা কলিকাতার টাঁকশালায় মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে।

—সম্প্রতি গবর্ণর জেনারেল আজ্ঞা দিয়াছেন যে, মেজর স্যাণ্ডিম্যান সসৈন্যে খেলাত রাজ্যে গমন করিবেন এবং তথা হইতে দুই সহস্র উষ্ট্রের একটী কাফিলার প্রহরী হইয়া বোলনপাসে গমন করিবেন। এ পর্য্যন্ত বোলনপাসের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট খেলাতের খাঁর উপর অর্পণ করেন। খাঁ নিয়মিতরূপে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিতেন না। বোলনপাস হইতে যে সমুদয় বণিক সম্প্রদায় গতায়াত করিত, তাহাদের পণ্য দ্রব্য দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইত। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই পথ রক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেছেন। উত্তর ও পশ্চিম সীমা দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশের যে সমুদয় দ্বার আছে তাহার অনেক গুলির রক্ষার ভার ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট অন্য দেশীয় রাজার উপর অর্পণ করিয়াছেন এবং ইহার নিমিত্ত ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে এই দ্বাররক্ষক রাজারা অর্থ প্রাপ্ত হন। গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় এখন যত দূর সম্ভব এই দ্বার গুলি নিজ তত্ত্বাবধানে রক্ষ করিবেন।

—বোম্বাই রাজস্ব সংক্রান্ত যে আইনটী গবর্ণর জেনারেল বিধিবদ্ধ করেন তাহার বিপক্ষে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করেন, বোম্বাই হাইকোর্ট ইহার প্রতিবাদ করেন, বোম্বাইয়ের প্রধান ২ সমুদয় লোকে ইহার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু লর্ড নর্থব্রূক শুদ্ধ এক জন কলেক্টর সাহেবের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এই আইনটী বিধিবদ্ধ করিলেন। বোম্বাইবাসীরা এই আইনের প্রতিবাদ করিয়া ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট আবেদন করিবেন সংকল্প করিয়াছেন।

—অনেকের বিশ্বাস যে বোম্বাতে বস্ত্র বয়নের যে যন্ত্র গুলি স্থাপিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ইংরাজদিগের অর্থের সাহায্যে এবং এই রূপ বিশ্বাস দ্বারা এই অনিষ্ট হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন এই যন্ত্র গুলি দ্বারা কেবল কতক গুলি ইংরেজ কারবারীর উপকার হইতেছে মাত্র, ভারতবর্ষবাসীদিগের কোন রূপ উপকার হইতেছে না। কিন্তু বোম্বাই গেজেট লিখিয়াছেন যে, যাহারা ভাবেন যে ইংলণ্ডের অর্থের দ্বারা বোম্বাই কল স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল। বোম্বাইয়ের অধিকাংশ বস্ত্র-বয়ন কল এ দেশীয়দিগের অর্থের দ্বারা স্থাপিত, ইংরাজদিগ অতি অল্প অর্থ ইহাতে নিয়োজিত হইয়াছে। এ কলের প্রায় সমুদয় কার্য্য এ দেশীয়রা নির্ব্বাহ করেন। অনেক কল এদেশীয়েরা নির্ব্বাহ করেন এবং অনেক স্থলে সমুদয় কল গুলি দেশীয়দিগের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়াছে। এই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সমুদয় বোর্ড অব ডাইরেকটর আছে তাহার মেম্বরগণ প্রায়ই এ দেশীয়। ইহাদের মধ্যে কেবল দুই এক জন ইংরাজ আছেন। পূর্ব্বে অনেক কল ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার চালাইতেন। ইহাদের সংখ্যাও ক্রমে কম হইতেছে। এখন এ দেশবাসীর অনেকে কল চালাইতে শিখিয়াছেন। কয়লা এবং যন্ত্র এই দুটী জিনিস কেবল অন্যত্র হইতে আনিতে হয়, আর সমুদয় বোম্বাইবাসীরা আপনা আপনি নির্ব্বাহ করেন।

—ইতি মধ্যে রাষ্ট্র হয় যে, রুশিয়া সম্রাট আলেকজেণ্ডার সাম্রাজ্য শাসনের ভার পুত্রের হস্তে অর্পন করিয়া আপনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্বাদ শুনিয়া ইউরোপের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইউরোপে যে সমুদয় রাজারা আছেন তাহাদের কেবল মাত্র যত্ন কে কবে কি সুযোগে অপরকে অপদস্থ কি রাজচ্যুত করিবেন। আজ কাল তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয় এই। ইহাদের মধ্যে রুশিয়া ও প্রুশিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, আবার ইংরাজদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, রুশিয়ার সঙ্গে তাহাদের বিবাদ বাধিবার আর বিলম্ব নাই। সুতরাং যে এই রাষ্ট্র হইল যে রুশিয় সম্রাট সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া নিজ পুত্রের হস্তে রাজ্য অর্পণ করিয়াছেন, আর অমনি সকলে সশঙ্কিত হইয়া উঠেন। কেহ কেহ ইহাই বলিয়া আপনাদিগকে সান্ত্বনা করেন যে, সম্রাটের কোন রূপ পীড়া হইয়াছে এই নিমিত্ত তিনি কিছু দিনের নিমিত্ত রাজ কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। আবার কেহ২ অন্য রূপ সিদ্ধান্ত করেন। ইতি পূর্ব্বে রুশিয় সম্রাটের উপর জার্ম্মেণীর অতিশয় আধিপত্য ছিল। এখন রুশিয় সম্রাট ফ্রান্সের প্রতি নিতান্ত সদয় হইয়াছেন এবং ফ্রান্স ও রুশিয় একত্রিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন।

—হাইদ্রাবাদ হইতে নিম্নলিখিত সম্বাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। এক দিন সার সালার জং শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেছেন ইতি মধ্যে এক জন মুসলমান তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী পিস্তল ছুড়ে। সালার জঙ্গের আজ্ঞা ক্রমে পোলিস তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্দী করে। সে বন্দী হইলে দেখা যায় যে, তাহার হস্তে এক খানি দরখাস্ত আছে। সালার জং পিস্তল ছোড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, তাহার প্রতি অতিশয় অবিচার হইয়াছে। এই অবিচার প্রতিবিধানের নিমিত্ত সে চারি বার রাজ দরবারে আবেদন করিয়াছে, কিন্তু মন্ত্রি তাহার আবেদনের প্রতি কর্ণপাত করেন নাই। মন্ত্রির তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ে এই নিমিত্ত তিনি যেমন গমন করিতেছিলেন সে অমনি পিস্তল হইতে একটা ফাঁকা আওয়াজ করে। তাহার পিস্তলে গুলি ছিল না। সালার জং ইহাকে আপাতত বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন।

—চিটিশগড় নামক একটী রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত করিতেছেন। এই রেলওয়েটী প্রস্তুত হইলে কলিকাতা হইতে বোম্বাই ৪৫০ মাইল মাত্র ব্যবধান হইবে। এই লৌহবর্ত্ত দ্বারা রায়পুর ও নাগপুর সংযুক্ত হইবে এবং উহা সম্বলপুর ও কটক দিয়া কলিকাতায় গমন করিবে।

—সার রিচার্ড টেম্পল আগামী ২০এ তারিখের মধ্যে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দারজিলিং গমন করিবেন।

—ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তীর এক পুত্র অকসফোর্ড ক্রাইষ্ট কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ইনি ষ্টুডেণ্টসিপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ৪৮০০০ হাজার সিন্ধুকের অধিক আফিং বিক্রয় করিবেন না।

—মান্দ্রাজের জনেক সিপাহি দশ বৎসরের একটি বালিকার প্রতি কুব্যবহার করিবার চেষ্টা করে। এই নিমিত্ত তাহার সামরিক বিচার হইতেছে।

—আমাদের ভূত পূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবক লর্ড মেয়ো একটী পরদ্বার সংক্রান্ত মকদ্দমায় লিপ্ত হইয়াছেন। লর্ড জাউচ তাহার নামে ইহাই বলিয়া নালিশ করিয়াছেন যে, তিনি লেডী জাউচকে ব্যভিচারিণী করিয়াছেন। এই মকদ্দমায় এ রূপ সমুদায় কুৎসিৎ বিষয় বাহির হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

—আজ কাল গজানন ভিটুলের ন্যায় ভাগ্যবান ব্যক্তি অতি কম দেখা যায়। মলহর রাওয়ের পতনের ইনি এক জন প্রধান কারণ। গবর্ণমেণ্ট ইহাকে 'রায় বাহাদুর' ও 'জায়গীর' দিয়া সন্তুট হন নাই, সম্প্রতি ইহাকে আরো হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

—সুহৃদ পত্রিকা বলেনঃ—'ময়মনসিং থিয়েটার কম্পানির সহিত ব্রাহ্ম দোকানের জনৈক ব্রাহ্ম ভ্রাতার হইয়া একটী মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল। উহ সে দিন সুযোগ্য জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মেঃ প্রেট সাহেবের বিচারে ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছে। মোকদ্দমা একটী সামান্য কথা লইয়া উপস্থিত হয়।—থিয়েটার কম্পানি নাট্যশালা সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্ম দোকান হইতে কত গুলি জিনিস পত্র ভাড়া করিয়া আনিয়া ছিলেন। পরে কার্য্য শেষ হইলে ব্রাহ্ম দোকানের জনৈক ব্রাহ্ম কার্য্যকারক থিয়েটার কোম্পানির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু বরদা চরণ সরকারের নিকট গিয়া চার্জ্জ করাতে তাহা অতিরিক্ত বিবেচনায় ম্যানেজার বাবু বলেন যে 'এত চার্জ্জ!! এ যে দেখি মুচার।' ব্রাহ্ম ভ্রাতার প্রতি এই ঘৃণিত শব্দটী হইবা মাত্র, তিনি আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন; এবং অবিলম্বেই বরদা বাবুর বিরুদ্ধে ফৌজদারিতে নালিস করেন। পাঠকদিগকে আর বলিতে হইবে না, যে এই মোকদ্দমাটী দুই চার কথার পরই ডিসমিস হইয়া গিয়াছে।' 'মুচার' শব্দের অর্থ কি?

—যাহারা নাটকাভিনয় করেন তাহারা প্রায় সর্ব্বত্রই এক ধরণের লোক। আমরা ভাবিতাম যে, ইংরেজদের থিয়েটর সকল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টরূপে চালিত হইয়া থাকে, কিন্তু সম্প্রতি লুইস সাহেব বোম্বাইয়ে যেরূপ বক্তৃতা করেন তাহাতে বোধ হয় যে, ইংরেজদের মধ্যেও নাটকাভিনেতৃগণ তত সাধু চরিত্রের লোক নন। লুইস সাহেবকে বোধ হয় অনেকে জানেন। ইনি প্রায় জন্মাবধি থিয়েটারের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতায় ইহার একটী অপূর্ব্ব নাট্যশালা আছে এবং লুইস সাহেব ও তাহার স্ত্রী মিসেস লুইসের অভিনয় দেখিয় মোহিত না হইয়াছেন বোধ হয় এমন লোক অতি অল্প আছেন। কয়েক মাস হইল ইনি বোম্বাই গমন করেন। সেখানে তিনি অভিনয় প্রদর্শন করাইয়া অনেককে মোহিত করেন। কিন্তু তাহার দলস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের চরিত্র এরূপ মন্দ হইয়া উঠে যে, তিনি তাহার দল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছেন। শেষ অভিনয়ের দিন তিনি দর্শকদিগের নিকট এই রূপ বক্তৃতা করেন। 'প্রায় ৩৬ বৎসর হইল আমি থিয়েটারের দলে প্রবেশ করিয়াছি। সেই অবধি আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি। আমি বরাবরই সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। আমার কেবল মাত্র এই চিন্তা কিসে আমার দলস্থ লোকেরা সচ্চরিত্র থাকিবে। কিন্তু এই বার আমি ঠকিয়াছি। আমার অধীনে যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ আছে তাহাদের চরিত্র দেখিয় আমি অবাক হইয়াছি এবং অবশেষে ঘৃণার সহিত আমি আমার দল ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি ইহাদের চরিত্র সংশোধনের বিস্তর যত্ন করিয়াছি কিন্তু তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইহারা সকলেই আমার পরম শত্রু হইয়াছে। গত সাত মাস পর্য্যন্ত আমি এই দল লইয়া কার্য্য করিতেছি এবং এই সাত মাসের মধ্যে লাভ করা দূরে থাকুক বরং আমার বিষ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে।'

—আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামে একটি স্ত্রীলোক এককালে চারিটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। চারি দিনে চারিটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত কষ্ট পায়। এমন কি অনেকে তাহার জীবন নষ্ট হইবে এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। দুটি সন্তান সম্পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট হইয়াছে। আর দুইটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিছু২ অভাব আছে। একটির আদবে চক্ষু নাই এবং বাম হস্তের স্থানে এক খানি চামড়া ঝুলিতেছে। আর একটির পাদদ্বয়ের বিকৃত অবস্থা এবং কর্ণের পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র দুটি ছিদ্র আছে। চারিটি সন্তানই জীবিত আছে কিন্তু বিকলাঙ্গ দুটি সন্তান যে অধিক কাল জীবিত থাকে এরূপ বোধ হয় না।

—হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, সাচাও নগরের নিকট হঠাৎ একটী আবিস্ক্রিয়া হইয়াছে। ইয়াংসাঙ নামে একটী পাহাড়ে একজন লোক ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখে তথায় বাটী প্রস্তুত করিবার ভাল২ প্রস্তর বিস্তর রহিয়াছে। তৎপরে কতক গুলি লোক গিয়া প্রস্তর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, এমন সময়ে এক বৃহৎ প্রস্তর খসিয়া পড়ে। সকলে সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়া একটী বৃহৎ গহ্বর দেখিতে পায়। উহার মধ্য দিয়া গমন করিতে২ একটী অতি সুন্দর অট্টালিকা দৃষ্টি গোচর হয়। ঐ অট্টালিকার মধ্যে নানা প্রকার ধাতু পাত্র ও গৃহ সজ্জার জিনিষ রহিয়াছে। এক স্থানে একটী বিচিত্র কারুকার্য্য গঠিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত কফিন রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন চিন সম্রাটেরা শেষাবস্থায় এই পাহাড়ে আসিয়া বাস করিতেন। আর এক স্থানে একটী কফিন পাওয়া যায়, তাহাতে যাহা লিখিত আছে তদৃষ্টে জানা যায় উহা তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন।

—কিছু দিন হইল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিলাত হইতে আনয়ন করেন। ইহাতে বিস্তর ব্যয় পড়ে। কড়কী কি উঃ পঃ অঞ্চলের কোন উপযুক্ত স্থানে এই গুলি রক্ষিত হইবার কথা থাকে। কিন্তু যন্ত্র গুলি কলিকাতায় পৌঁছিলে দেখা যায় যে তাহাতে কোন কার্য্যই হইবে না। এক্ষণে উহা সমুদায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। গবর্ণমেণ্ট যে কত রূপে কত অপব্যয় করেন তাহার ইয়ত্তাও নাই।

—সম্প্রতি ইংলণ্ডের একটী ফৌজদারী আদালতে পোলিস একটী স্ত্রীলোককে চালান দেন। মাজিষ্ট্রেট তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে, আমার নাম মে বর্টন। পোলিস কর্ত্তৃক এই স্ত্রীলোকটী পূর্ব্বে অনেকবার ধৃত হয় এবং যত বার ধৃত হইয়াছে সে তত বার আপনার এক২ নূতন নাম বলিয়াছে। তাহার মকর্দ্দমা উঠিলে ডিটেকটিব পোলিস আসিয়া এজাহার দেন যে, গত ৮ বৎসর অবধি তিনি তাহাকে জানেন। এক সময় ইহার অবস্থা খুব ভাল ছিল। এক জন মারকুইস ইহাকে বিবাহ করেন। ইহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যুর পর এ তাহার কোচম্যানকে বিবাহ করে এবং মদ্যপান প্রভৃতি দ্বারা আপনার অর্থ বিনাশ করে। ক্রমে কোচম্যানের সঙ্গে মারামারি আরম্ভ হয়, এই রূপে দিন২ অধিক দুষ্কর্ম্মে আসক্ত হয় এবং এখন বদ্ধ দুষ্কর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। ইতি মধ্যে অনেকবার এই স্ত্রীলোকটি দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত রাজ দ্বারে উপনীত হয়, কিন্তু পূর্ব্বে ইহার অবস্থা ভাল ছিল এবং এ এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী এই খাতিরে ইহার বিরুদ্ধে কেহ কোন মকর্দ্দমা চালায় না। বর্ত্তমান মকর্দ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে ছয় মাস কারাবাসের আজ্ঞা প্রদান করেন।

—যে বস্ত্র বয়নের যন্ত্রে ৬০ হাজার চরকা এবং এক হাজার তাঁত খাটে এ রূপ একটী যন্ত্র ভারতবর্ষে স্থাপন করিতে গেলে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইংলণ্ডে এই রূপ যন্ত্র ইহার অর্দ্ধেক টাকায় সংস্থাপিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে ইংলণ্ড অপেক্ষা অন্যান্য নানা কারণে ১২৫০০০ টাকা অধিক ব্যয় পড়ে, তথাচ ভারতবর্ষে দিন২ কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭০-৭১ খৃঃ অব্দে এ দেশে ১১টী কল ছিল এবং ৭৫ খৃঃ অব্দে কলের সংখ্যা ৪১টী হইয়াছে।

—চিন সাম্রাজ্য হইতে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ন্যায় এক খানি রাজকীয় সাময়িক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখানি সহস্র বৎসরের অধিক দিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে এবং এই সহস্র বৎসর ইহা এক আকারে এবং এক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই গেজেটের দশ পাতা। প্রতি পত্র আট ইঞ্চ দীর্ঘ ও ৪ ইঞ্চ পরিসর। ইহার আবরণের বর্ণ হরিদ্রা। এই আবরণের উপর ইহার নাম অঙ্কিত আছে। চিন দেশের জন সংখ্যা ৪১৪ লক্ষ লোক। ইহাদের নিমিত্ত কেবল এই এক খণ্ড সম্বাদ পত্র মাত্র প্রকাশিত হয়। ইহা আবার রাজ কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহ প্রাপ্ত হন না।

—গোথা নামক ফারাশি পঞ্জিকা হইতে নিম্নের সম্বাদ গুলি উদ্ধৃত হইল। ফ্রান্সে রোম্যান ক্যাথলিকের সংখ্যা ৩৫০ লক্ষ, প্রোটেষ্টাণ্টের সংখ্যা ৫ লক্ষ, ইহুদির সংখ্যা ৪৯ হাজার। ৮২ হাজার ফারাশিরা প্রকাশ্যরূপে কোন ধর্ম্মই মানে না। ফ্রান্সে এখন যুদ্ধ আরম্ভ হইলে নূতন যে নিয়ম হইয়াছে, তদনুসারে ২৪২৩১৬৪ জন যোদ্ধা যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে। ১৮৭০ খৃঃ অব্দের যুদ্ধে ফ্রান্সের ৩৮৯ কোটী টাকা ব্যয় পড়ে। এখানে বৎসর রাজ শাসনের নিমিত্ত ১০৩ কোটী টাকা ব্যয় হয়। ফ্রান্সে ২৬ হাজার ইংরাজ এবং ৩৫ হাজার জর্ম্মেনীয় অবস্থিতি করেন।

—মদ্য পায়ীদিগকে মদ্য ছাড়ানের একটী সদুপায় বাহির হইয়াছে। যে মূল সূত্রে হোমিওপেথী চিকিৎসা হয়, এটী সেই প্রণালীতে সাব্যস্তহইয়াছে। যাহারা মাতাল তাহারা নিয়মিত যে পরিমাণে সুরাপান করে তাহার অতিরিক্ত পরিমাণে যদি তাহাদিগকে সুরাপান করা যায়, তাহা হইলে তাহারা মদ পরিত্যাগ করে। ফিগারো নামক সম্বাদ পত্রে মদ্যপান নিবারণের এই সদুপায়টি প্রকাশিত হইয়াছে। ফিগারো লিখিয়াছেন যে, মদ্য ছাড়ানের এই একটি অতি সুন্দর উপায়। নরওয়ে ও সুইডেনে গবর্ণমেণ্ট মদ্যপায়ীদিগকে এই উপায়ে দণ্ড প্রদান করেন। যে মুহূর্ত্ত হইতে মদ্যপায়ী মাতলামির অপরাধে ধৃত হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহাকে আর কোন আহারীয় প্রদান করা হয় না। দিবা রাত্রি তাহাকে কেবল মদ্য ও রুটী প্রদান করা হয়। রুটী যে প্রদান করা হয় সেও মদে ভিজাইয়া। প্রথম দিন সুরাপায়ী হর্ষের সঙ্গে আহার ও পান করে, দ্বিতীয় দিনে ইহা আর তাহার নিকট তত উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না এবং দিন২ ইহার উপর তাহার ঘৃণার উদয় হইতে থাকে। তাহার পর মদের উপর তাহার এই রূপ ঘৃণার উদয় হয় যে, সে উহা দেখিলে বমন করে। এই উপায়ে বিস্তর লোক মদ্য পরিত্যাগ করিয়াছে। এ দেশের বিখ্যাত মাতালেরা হয় ত এই সম্বাদটি পাঠ করিয়া বলিবেন যে, নরওয়ে সুইডেনের মদ্যপায়ীরা পাজি মাতাল। মদে ঘৃণা যাহার হয় সে আবার সুরাদেবীর কেমন ভক্ত?

—পৃথিবীতে ১৩০০,০০০,০০০ লোকের বসতি। ইহার মধ্যে ৩৭০০০০০০০ লোক কাগজ কি অন্য কোন লিখিবার উপকরণের ব্যবহার জানে না। মঙ্গলীয় জাতিতে ৫০০,০০০,০০০ লোক আছে। ইহারা বৃক্ষ বল্‌কল এবং পত্র নির্ম্মিত এক রূপ কাগজে লিখে। ১০০০০০০০ লোকে কাষ্ট ফলকে লিখে। পারস্য, য়িহুদী, আর্ম্মেণী, সিরিয় প্রভৃতি জাতি কার্পাস নির্ম্মিত কাগজ ব্যবহার করে। অপর সমুদয় জাতি সাধারণ ব্যবহৃত কাগজে লেখা পড়া করে। শেষোক্ত লোক সংখ্যা দ্বারা বৎসর যে কাগজ ব্যবহার হয় তাহার ওজন ৯০০০০০ সের, অর্থাৎ প্রতি ব্যক্তি গড়ে ৩ সের করিয়া কাগজ ব্যবহার করে। গত ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে প্রতি ব্যক্তি গড়ে এক সেরের কিছু অধিক কাগজ ব্যবহার করিত। এই পঞ্চাশ বৎসরে ইহার পরিমাণ প্রায় তিন গুণ হইয়াছে। এই কাগজ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বৎসর, ৪০০০০০ সের নেকড়া, ১০০০০০০০০ সের রেসমি বস্ত্রের নেকড়া, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। ৩৮০০ শতটী যন্ত্রে কাগজ প্রস্তুত হয়। কাগজের জন্যে প্রতি দিন ৯০ হাজার পুরুষ এবং ১৮০০৯৯ জন স্ত্রী কাজ করে। প্রতি বৎসর ১৫২০০০০০০ সের পত্র লেখার কাগজ, ৪৫০০০০০০০ সের ছাপাখানার কাগজ, ২০০০০ সের কাগজ গৃহের প্রাচীর আচ্ছাদন করিবার নিমি এবং ১০০০০০০০০ সের কালি তোলা কাগজ প্রস্তুত হয়।

—সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা সম্পাদকীয় কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, জাপান গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত নিয়ম করিয়াছেন যে, তাহার রাজ্যের মধ্যে বিনা মাসুলে তাহাদের পত্রিকা প্রেরণ করিতে পারিবেন। আমেরিকায় নিয়ম আছে সম্পাদকেরা পরস্পর বিনিময়ের নিমিত্ত যে সম্বাদ পত্র প্রেরণ করেন তাহার মাসুল লাগে না। ইংলণ্ডে প্রথম ষ্টেট মহারাণী, দ্বিতীয় ষ্টেট হাউস অব লর্ডস, তৃতীয় ষ্টেট হাউস অব কমন্স এবং চতুর্থ ষ্টেট সম্বাদ পত্র। যে দেশে যত সভ্যতার উন্নতি হইতেছে সে দেশে সম্বাদ পত্রের পদ তত মাননীয় হইতেছে। সর্ব্বত্রই সম্বাদ পত্রের উন্নতি দেখা যাইতেছে কিন্তু দুর্ভাগা ভারতবর্ষে কেবল সম্বাদ পত্রের অধোগতি। রাজ পুরুষদিগের যেরূপ যত্ন তাহাতে যদি সম্বাদ পত্রের আভ্যন্তরিক জীবনী শক্তি না থাকিত তাহাহইলে এত দিন এদেশ হইতে সম্বাদ পত্র উঠিয়া যাইত।

—যুবরাজের বেঙ্গালোরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মান্দ্রাজে ওলা উঠার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তিনি তথায় গমন করিতে পারেন না। কিন্তু বাঙ্গালোরবাসীরা, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার সম্মানার্থে সহর সুসজ্জীভূত ও আলোকময় করিবার সমস্ত আয়োজন করে। এক ব্যক্তি ইহার নিমিত্ত কণ্ট্রাক্ট লয়েন এবং তিনি কয়েকটি আলোক প্রদান করিবার মঞ্চের নিমিত্ত ৫০ হাজার টাকার বিল করিয়াছেন। কিন্তু আলোকের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যে কমিটি নিযুক্ত হন তাহারা বার হাজার টাকার বেশী দিতে চাহিতেছেন না। ইহা লইয়া তুমুল গোল উপস্থিত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ কণ্ট্রাক্টর আদালতে উপস্থিত হইবেন।

—রঘুবীর সিংহের বিষয় বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। ইনি আপনাকে লাণ্ডুরার রাজা বলিয়া পরিচয় দেন এবং সাহারাণপুরের জজ ইহাকে কৃত্রিমরূপে অপরের নাম ধারণ করা অপরাধে কারাবদ্ধ করেন। অনেকের বিশ্বাস ইনি লাণ্ডুরার রাজা এবং সাহারনপুরের মাজিষ্ট্রেটর কোপে পতিত হইয়া ইহার প্রতি ন্যায্য বিচার হয় নাই। সম্প্রতি ইনি দেওয়ানি আদালতে এক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। মকদ্দমা এক জন দেশীয় সুবারডিনেট জজের নিকট হইবে এবং শুনা যাইতেছে ইনি অতি উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু বিপক্ষ দল এই রূপ চেষ্টা করিতেছে যে, মকদ্দমাটি সাহারনপুরের জজের দ্বারা বিচার হয়। এই জজ রঘুবীর সিংহকে ফাটকে দেন, সুতরাং তিনি যে তাহার মকদ্দমা বিচার করার উপযুক্ত পাত্র নন তাহা সহজে অনুভব করা যাইতে পারে। মকদ্দমা দেশীয় সুবরডিনেট জজের নিকট হওয়াই অবশেষে সাব্যস্ত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে লাণ্ডুরার দুই রাণীকে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে কাছারী আসিয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে।

—মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তথাকার রেবিনিউ বোর্ড কলেক্টর সাহেবদিগকে এই কয়েকটী বিষয় অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছেন। (১) অন্যান্য বৎসর যে পরিমাণে জমি আবাদ হইয়া থাকে এবৎসর তাহা অপেক্ষা কম কি বেশী জমি আবাদ হইয়াছে। (২) কি পরিমান শস্য হাত লাগাদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং কি পরিমান সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে। (৩) বর্ত্তমান শস্যের কিরূপ অবস্থা (৪) গোরুর খাদ্যের অভাব হইয়াছে কি না। (৫) মনুষ্য এবং গো ছাগাদির পানীয় জলের অভাব হইয়াছে কি না। (৬) শ্রমজীবী শ্রেণীর অবস্থা। (৭) জিনিসের বাজার দর। (৮) যদি সত্বর বৃষ্টি হয় তাহা হইলে লোকের কষ্ট কি পরিমান লাঘব হইতে পারে। কলেক্টর সাহেবদের স্বয়ং দুর্ভিক্ষ আশঙ্কিত স্থান সমুদায় পরিদর্শন করিয়া উন্নত হইবে এবং অন্যান্য বিষয়েও তাহাদের বোর্ডে রিপোর্ট করিতে হইবে।

—প্রভাকর বলেন, 'সম্প্রতি ওয়েষ্টন নামক এক জন আমেরিকান ধাবন ক্রীড়ায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনেক কাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অনেক লোক ঐরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছে। কাপ্তেন বারক্লের ন্যায় এপর্য্যন্ত কেহই দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। তিনি ক্রমাগত এক হাজার ঘণ্টায় এক হাজার মাইল পাদচারে ধাবন করিয়াছেন। তাঁহার পর ফষ্টার পাউয়েল সাহেব লণ্ডন হইতে ইয়র্ক পর্য্যন্ত ১২বার গমনাগমন করেন। প্রত্যেক বারেই অতি শীঘ্র আসিতে থাকেন। তৎপরে তিনি কাণ্টারবারি হইতে লণ্ডন সেতু পর্য্যন্ত ১০৯ মাইল দশ মিনিটকম ২৪ ঘণ্টায় গমন ও প্রত্যাগমন করেন। পর বর্ষে তিনি ২২ ঘণ্টায় ১০০ মাইল ভ্রমণ করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রিচমণ্ড কোর্স নামক স্থানে ৫৫ বর্ষ বয়স্ক জন চেটী সাহেব ৫ ঘণ্টাকম ১৫ দিবসের মধ্যে ৮০০ মাইল গমন করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ৭৭ বর্ষ বয়স্ক ইউষ্টেক সাহেব চারি দিনে দুইশত মাইল গমন করেন। ডউনস নামক এক ব্যক্তিও এ বিষয়ে বিখ্যাত। তিনি ১০০ গিনি বাজি রাখিয়া ১০ দিনে ৪০০ মাইল গমন করিয়াছিলেন। ১৮০৮ সালে পজার্স নামক এক জন ভদ্রলোক ৮ দিনে ৪০০ মাইল গমন করেন, কিন্তু সেই বর্ষের নবেম্বর মাসে ডোয়েলার নামক একজন ৭ দিনে ৫০০ মাইল গিয়াছিলেন। কাপ্তেন হেন লণ্ডন হইতে এক্‌সটার পর্য্যন্ত ১৪৬ মাইল ৬ দিন গিয়াছিলেন। হাম্পসায়ারের ক্যানিং নামক এক ভদ্রলোক বাসিংসটোক হইতে জুবিল পর্য্যন্ত ৩০০ মাইল ৫ দিনের কমে গিয়াছিলেন এবং ডরচেষ্টার নামক স্থানে হোল্ট নামক এক কৃষক ৭দিনে ৫৬০ মাইল গিয়াছিল, কিন্তু ভ্রমণের পর সে খোঁড়া হইয়া যায়। টিভার টন; ডিভন নামক স্থানের লেপেটনাণ্ট হালিফাক্‌স ঘণ্টায় ২ মাইল হিসাবে ২০০ ঘণ্টা বিনা বিশ্রামে গিয়াছিলেন। ৭৫ বর্ষ বয়স্ক টমাস শ্যাভেজার নামক এক ব্যক্তি ৫দিন ৯ ঘণ্টায় ৪২৯ মাইল গিয়াছিলেন। ১৮১১ সালে ৫০০ গিনি বাজি রাখিয়া মিলিং সাহেব প্রত্যহ ৪০ মাইলের হিসাবে ১৮ দিনে ৫৪০ মাইল গিয়া জয়লাভ করেন। ঐ খৃষ্টাব্দে ওলিভার সাহেব দশ মিনিট কম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০০ মাইল গিয়াছিলেন। ১৮০৪ সালে বেল হেব ২০০ গিনি বাজি রাখিয়া ৮ ঘণ্টায় ৫৮ মাইল গিয়াছিলেন।

—উক্ত পত্রিকা বলেন, "পারস্যের অন্তর্গত জারগুণ নামক স্থানের ৩০০ ইহুদী অন্নাভাবে অত্যন্ত কষ্ট প্রাপ্ত হওয়াতে কেহ কেহ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সার মোজেস মণ্টিফার এই সংবাদ টিহারণে এ২ বালিতে লর্ড ডর্ব্বির নিকট প্রেরণ করেন। লর্ড ডর্ব্বি ৫০০টাকা সাহায্য করিয়াছেন।"

—প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া পথ-কর আদায় হইতেছে কিন্তু উহা কিরূপে অপব্যয় হইতেছে হিন্দু হিতৈষিণী তাহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—"কমিটির অর্থ কিরূপে নষ্ট হয় আমরা অদ্য তাহার কয়েকটি কথা বলব। আজ প্রায় ২ বৎসর হইল ঢাকার পথ-কর কমিটি একটী নদী ও খালাদি কাটিবার কল ক্রয়ার্থ ৯০সহস্র টাকা প্রেরণ করেন। যিনি ক্রয় করিলেন, তিনি উহা কলিকাতা নিয়া আসিবেন কিন্তু বিলম্ব হইতে লাগিল। শেষ সংবাদ আসিল যে সেই কলের কি নষ্ট হইয়াছে তাহা মেরামত করিবার জন্য কতক টাকা লাগিবে। শ্বেত দেবতার কথায় কোন রূপ তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, নূতন কলের মেরামত জন্যই বাক্য ব্যয় না করিয়াই যথা সাধ্য কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক অর্থ প্রেরণ করিলেন। অবশেষে সংবাদ আসিল কলটী কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে সত্য কিন্তু তাহার পুনঃ সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। কমিটী পুনরায় অর্থ প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। আবার কতক দিন পরে কি সংবাদ আসিবে বলা যায় না। কলটী কলিকাতা হইতে ঢাকায় আসিতে যে আবার তাহার কোন বৈকল্য ঘটিবে না কে বলিতে পারে? হয়ত ঢাকায় তাহার সংস্কার না হওয়া প্রযুক্ত পুনরায় কলিকাতায় প্রেরিত হইবে। কল দ্বারা আমাদের কি উপকার হইবে না হইবে এখনও তাহার নিশ্চয়তা নাই। কি কারণে নূতন কলের এই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে আর তাহার জন্য কার্য্য সম্পাদকের জবাবদিহী করিতে হইবে না কেন কমিটী বোধ হয় এবিষয়ের আলোচনা করাও যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। আর এক বার এক জন সাহেব মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। একটী ভগ্ন পুলের উপর হইতে তাঁহার অশ্ব পড়িয়া মরিয়া যায়। তিনি পথকর কমিটীকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন যে "শীঘ্র আমার উৎকৃষ্ট অশ্বের উপযুক্ত মূল্য প্রদান কর নচেৎ দেওয়ানি আদালতে অভিযোগ করিব।" কমিটী বাত-তাড়িত কদলী পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন, কেহ২ বলেন শেষ সাহেবকে কতক টাকা দিয়া কমিটি সে যাত্রা রক্ষা পান আমরা তাহা বিশ্বাস করি না, কিন্তু সাধারণের এরূপ সংস্কার হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়। কমিটির অর্থ যদি এই ভাবে নষ্ট ও ব্যয়িত হইতে থাকে, তবে পথকর টাকা প্রতি চারি আনা করিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেও সুফলের আশা করা যায় না। ভাগে একটা অশ্ব মরিয়াছিল, যদি কোন শ্বেত দেবতার তিরোধান হইত, তাহা হইলে কমিটী কি খুনের দায়ে আবদ্ধ হইতেন না? তখন কি সর্ব্বনাশ হইত বল। বাহুল্য।

প্রেরিত।

মহিষমরির রাস্তা ও ভারত সংস্কারক।

জগদীশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতি এমত বিভিন্ন প্রকার করিয়াছেন যে পৃথিবীতে দুই জন ব্যক্তির এক রূপ প্রকৃতি পাওয়া সুকঠিন। এ কারণ কোন কার্য্য দ্বারা সমস্ত ব্যক্তির মন সন্তোষ করা অসম্ভব। এবং সামাজিক নিয়ম দ্বারা আমাদিগের পরস্পরের স্বত্ব অধিকার এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কোন কার্য্যের দ্বারা সকলের সমান উপকার হওয়া সম্ভব নহে। যেমন নদীর এক কুল ভরাট হইয়া অন্য কুল ভগ্ন হইয়া থাকে সেই রূপ একের উপকারে অন্যের কিছু অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এমত স্থলে যাহাতে অধিকাংশের উপকার হয় সেই কার্য্য করা আমাদিগের আবশ্যক। মহিষমারির রাস্তার দ্বারা অধিকাংশ লোকের উপকার হইতেছে কি না সে বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সম্বাদ পত্রের দ্বারা সাধারণের মত প্রকাশ হয় বটে কিন্তু ভারতসংস্কারকের রোডসেস সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা এক রূপ অসম্ভব। কেননা তৎ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান লাভের বড় একটা সুবিধা নাই। ভারত সংস্কারকের সম্পাদক মহাশয় একবার যদি ভাল করিয়া রোডসেস আইন খানি দৃষ্টি করেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে জমিদারেরা রোড শেশের অর্দ্ধেকের অধিক নিজ হইতে দিয়া থাকেন এবং অর্দ্ধেকের অল্প সমস্ত প্রজায় দিয়া থাকে। এ প্রদেশের প্রায় সমস্ত জমিদার রোড শেশ কমিটীর মেম্বর আছেন। অধিকন্তু ঐ কমিটীতে তালুকদার এবং জোতদার প্রজাগণ আছেন। অতএব রোডসেস কমিটির মত হইলে টাকাদাতাদিগের বার আনা রকম মত গ্রহণ করা হয়, শিকি বাকি থাকে। যখন মহিষমারির রাস্তা রোডসেস কমিটি হইতে অবধারিত হইয়াছে তখন প্রায় বার আনা লোকের উপকার স্বীকার করা হইয়াছে, অবশিষ্ট চারি আনার মধ্যে ভারত সংস্কারক এক পাই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত সংস্কারক উল্লেখ করিয়াছেন যে, কেবল দিগম্বর বাবুর মহিষমারির উপকারের নিমিত্ত ঐ রাস্তা হইতেছে এবং ইহাতে সুন্দরবনের কোন উপকার নাই। ভারত সংস্কারক ঐ রাস্তাটির দ্বারা কি সমস্ত সুন্দর বনের উপকার চান? এই রাস্তার পশ্চিম সীমা অর্দ্ধ মাইল এবং পুর্ব্ব সীমা অর্দ্ধ মাইল সমষ্টিতে এক মাইল স্থান ব্যাপিত সমুদয় আমার ও আমার অংশীদিগের জমীদারীর উপর দিয়া যাইতেছে। তাহাতে আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, উহার দ্বারা কেবল সুন্দর বনের উপকার হইতেছে এমত নহে, জমীদারির ও এ প্রদেশের বহু উপকার আছে। আমার অংশীদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ

ঐ রাস্তার ভূমির মূল্য লইবেন ন, ইহা কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করিয়াছেন। সাধারণের উপকারর নিমিত্ত আমার ও তাহাদের মূল্য লওয়া কর্ত্তব্য নহে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমি মূল্য গ্রহণ করিব কি না তাহা অবধারিত নাই। ইহাতেই জানিতে পারিবেন যে উক্ত রাস্তা দ্বারা দিগম্বর বাবুর উপকার হইতেছে কি অন্যের উপকার আছে। এই রাস্তাটী সম্পুর্ণ হইলে হুগলী নদীর তীরেস্থ ফলতা হিরেযী হইতে পেয়ালী নদী পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত হয়। ঐ রাস্তার দ্বারা তাহার দুই পার্শ্বে ৪।৬ ক্রোশ পর্য্যন্ত লোকের যে যথেষ্ট উপকার হইবে তাহার সন্দেহ নাই অর্থাৎ প্রায় উহা দ্বারা জয়নগর থানার সমস্ত লোকের উপকার হইবে। জয়নগর থানায় প্রায় ৫৫ পঞ্চান্ন হাজার লোকের বাস। অমৃতবাজার যে সমস্ত লাটের কথা লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমস্ত লাটের উপকার আছে। তবে সকলের সমান উপকার নয়, ৩৪।৩৫।৩৯। ৪০।৪১।৪২ লাটের যথেষ্ট উপকার। বাটরা তালুকের প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজার বিঘা জমির উপর হইবেক। কেবল ঐ রাস্তাটির মধ্যে২ কয়েকটী জলনিকাসী ও শালতী গমনাগমনের নিমিত্ত সেতু নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঐ রাস্তার দ্বারায় পেয়ালীর পুর্ব্বপারে যে সমস্ত লাট এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ আছে তাহা গমনাগমনের সুবিধা হেতু সে সমুদয় সত্বর আবাদ হইবেক। ঐ রাস্তাটি কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিয়া অর্থাৎ গোড়েরহাট ও বাঁটয়ার হাটের উপর দিয়া কাটা খালের টার দিয়া হইলে শালতীর পথ ও রাস্তা এবং জল নিকাশীর ও সুবিধা হইত এবং ভূমির অধিক মূল্য দিতে হইত না। ঐ অঞ্চলে বার মাস শালতীর রাস্তা থাকে ন, উর্দ্ধ সংখ্য অগ্রহায়ণ পৌষ এবং মাঘ মাসের কিছু দিন শালতী গমনাগমন করিতে পারা যায়। এই কারণে প্রজাদের সমস্ত চাউল ধান্য এক কালীন গোড়ের হাট, বাঁটরার হাট এবং মিত্রের গঞ্জে আনিয়া ঐ কয়েক মাসে বিক্রয় করিতে হয়। অধিক চাউল আমদানি হইলে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। উক্ত তিন মাস ভিন্ন আমদানি রপ্তানি বন্দ হইয়া যায়। কলিকাতা হইতে গাড়ি ভিন্ন আমদানি রপ্তানির কোন উপায় থাকে না। উপরোক্ত হাট সকলে যে সমস্ত চাউল আমদানি হয় তাহা শালতীর দ্বারা চেতলায় যায়। চেতলা হইতে গাড়ি করিয়া পোস্তা ও কলিকাতার কোল হাউসে লইয়া যাইতে হয়। শালতীর পথ না থাকিলে ১৫।১৬ ক্রোশ গাড়ীতে লইয়া যাইতে হয়। ঐ সমস্ত হাটের প্রায় পাচ ছয় ক্রোশ অন্তর হইতে চাউল আসে।

ঐ রাস্তা প্রস্তুত হইলে বার মাস বাণিজ্য চলিবেক। ১৬ ক্রোশ গাড়ী করিয়া না লইয়া মহিষমারিতে ৫।৬ ক্রোশ যাইলে এক কালিন নৌকার দ্বারা পোস্তা অথবা হাউসের নিকট গমন করিতে পারিবেক। চেতলা হইতে যে গাড়ী ভাড়া লাগিত তাহা আর লাগিবে না এবং প্রজারাও ধীরে২ সুবিধা মত চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেক। ইহাতে এ প্রদেশের হাটের মালিকের কিছু ক্ষতি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রজাদিগের যথেষ্ট উপকার। ভারতসংস্কারক লিখিয়াছেন যে কোম্পানির বাঁদ আছে তাহাতে গমনাগমন হইতে পারে কিন্তু তাহার ধারে এত জঙ্গল যে রাত্রে দূরে থাকুক দিবসে দুই এক জন লোক গমন করিতে পারে না এবং তাহার উপর গরু বাছুর উঠিলে পুল বন্দির আমলারা সে সমুদয় খোয়াড়িতে দিয়া থাকেন। জমীদারি যে সমস্ত বান্দ আছে তাহার উপর উঠিলে ঐ রূপ হইয়া থাকে। ভারত সংস্কারকের অভিপ্রায় যে দিগম্বর বাবু স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত এই রাস্তা প্রস্তুত করাইতেছেন এবং রোড সেসের মেম্বরেরা অনুরোধে বাধ্য হইয়া মত দিয়াছেন। মেম্বরগণ এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না যে ঐ রাস্তাটী অগ্রে হউক তৎপরে তাহাদিগের পরস্পরের জমিদারির মধ্যে রাস্তা হইবেক কারণ ফণ্ডে এত টাকা মজুত নাই যে এক কালিন সমস্ত জমীদারির মধ্যে সকল রাস্তা প্রস্তুত হয় সুতরাং অগ্র পশ্চাৎ হইবেক। যদ্যপি অগ্রে তাঁহার জমীদারীর মধ্যে রাস্তা হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া থাকেন তবে তাহাতে কোন দোষ দৃষ্ট করি না।

শ্রীহরিদাস দত্ত।
মজিলপুর।

গোবরডাঙ্গা।

ভবদীয় পাঠকবৃন্দ মাত্রই বোধ হয় গোবরডাঙ্গার নাম শ্রুত হইয়া থাকিবেন। ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর পুর্ব্বে এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে আবৃত ছিল। মৃত জমিদার মহাত্মা সারদা প্রসন্ন বাবুর পিতামহ খেলারাম মুখোপাধ্যায় যৎকালে এখানে আসিয়া প্রথম বাস করেন তখন ইহা সামান্য কয়েক ঘর গৃহস্থের আবাস স্থান ছিল, এমন কি প্রায় অনেকেই ইহার নাম জানিত না। তৎপরে তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র বাবু কালি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কিছু দিন জমিদারী করেন। যদিও তিনি এক জন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সময়ে দেশস্থ কোন উন্নতি সম্পাদিত হয় নাই। তাঁহার পুত্র মৃত বাবু সারদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যে এক জন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। গোবরডাঙ্গায় অদ্যাপি যাহা কিছু উন্নতির বিষয় বলিয়া আখ্যাত হয় তৎ সমুদায়ই উক্ত দেশ হিতৈষী মহাত্মা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোস্টাফিস প্রভৃতি শত শত কীর্ত্তি কলাপ তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল কীর্ত্তির কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে কাহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত না হয়?

প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল উপরিউক্ত মহাত্মার যত্নে ও সাহায্যে এখানে একটী ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তদবধি প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই দুইটী তিনটী চারিটী করিয়া ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন কি একবার একটী ছাত্র বৃত্তিলাভও করিয়াছিল। মহাত্মা সারদা প্রসন্ন বাবু জীবদ্দশায় স্বয়ং সেক্রেটরি ছিলেন, নর্ব্বদা বিদ্যালয় পরিদর্শন, অনুপযুক্ত শিক্ষক দূরীকরণ এবং উপযুক্ত কর্ম্মক্ষম শিক্ষক-নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্য করিতেন বলিয়াই বিদ্যালয় ক্রমশই উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করে এবং পরিশেষে 'উচ্চ শ্রেণীস্থ বিদ্যালয়' মধ্যে পরিগণিত হয়। অবশেষে আমাদের, সুধু আমাদের কেন, দেশস্থ যাবতীয় লোকের দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। আমাদিগের বিদ্যালয়ের উন্নতির আশাও তৎসহচরী হইতে আরম্ভ হইল। তত্রাচ ভূতপূর্ব্ব কয়েক জন সুশিক্ষিত হেড মাষ্টারের যত্নে ও পরিশ্রমে কোন রূপে পূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু অধুনাতন ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যদি সত্বর ইহার নিরাকরণ না হয় তবে এই বারই "সমূলেন বিনশ্যতি।" বাজারে এইরূপ রাষ্ট্র যে বর্ত্তমান হেড মাষ্টর "সিনিয়ার স্কলার" কিন্তু কার্য্যে কত দূর উপযুক্ত তাহা বলিতে পারি না। তবে আমরা ইহা স্বচক্ষে দেখিতেছি যে প্রথম শ্রেণীর গণিত শিক্ষা দ্বিতীয় শিক্ষক কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কোন সামান্য চিটি পত্র লিখিতে হইলেই দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের প্রয়োজন হয়। সুযোগ্য মেম্বর বাবু কুঞ্জবেহারী চট্টপাধ্যায় বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া হেড মাষ্টার মহাশয় যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ সম্বন্ধে মন্তব্য পুস্তকে অসন্তোষকর ভাব প্রকাশ করেন, এবং বর্ত্তমান বর্ষে সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ শিক্ষা সুযোগ্য দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

অবশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যদি স্কুল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ করেন তবেই আমরা পরিত্রাণ পাই এবং এক জন মহাত্মার সুমহৎ চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিও বিলোপিত হয় না।

গোবর ডাঙ্গা।
৫ ই এপ্রেল।
১৮।৭৬।
} শ্রীঃ—

যুবরাজ কর্ত্তৃক পারিতোষিক প্রদান।

মহাশয়, আমরা সাতিশয় আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছ যে, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া দিল্লী, আগ্রা ও নেপাল টেরাইয়ের ক্যাম্পে তাঁহার অনুগামী সেবকবর্গের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ব্যক্তি বিশেষে যেরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। বোধ করি মহাশয় শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন যে, আগ্রার কমিসেরিয়েট ষ্টেসন গোমাস্তা ও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের ক্যাম্প ও হাওদাখানা গোমাস্তা শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজের ক্যাম্প গোমাস্তা নিযুক্ত হইয়া যেরূপ কঠিন পরিশ্রম ও যত্নের সহিত কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন তাহাতে যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহাকে একটী সোনার 'চেন ও মেডেল' প্রদান করিয়াছেন। মেডেলটীর এক দিকে যুবরাজের সম্পুর্ণ নাম অঙ্কিত ও অপর দিকে ব্রিটীস রাজ লক্ষণ স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত আছে।

আগরা।
৩ এপ্রেল। ৭৬।
} শ্রীঃ—

অগ্নিকাণ্ড।

মহাশয়,

গত শুক্রবার রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় দারজিলিং জেলার অন্তঃপাতি, খরসান নামক স্থানের বাজার মধ্যস্থিত জনৈক দোকানদারের ঘরে হঠাৎ অগ্নি লাগিয়া, সেই অগ্নি পবন দেবের সহায়ে এরূপ প্রচণ্ড মুর্ত্তি ধারণ করিয়া পরিব্যপ্ত হয়, যে তথাকার বাজার মধ্যস্থিত রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ নানা সামগ্রী পূর্ণ বিপনি শ্রেণী, দগ্ধ হইয়া একবারে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। এখানকার সমস্ত ঘরই কাষ্ট নির্ম্মিত, সেই হেতু অনলানিল উভয় শাখায় যখন গৃহোপরি আপন২ প্রচণ্ড প্রতাপ প্রবলবেগে প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন জীব মাত্রেই প্রলয় তাপে স্বীয়২ জীবন লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কাহার সাধ্য সে অগ্নির সম্মুখে গমন করে। কিন্তু আমাদের দয়ালু ডিপুটী কমিসনার মহোদয় তথায় উপস্থিত থাকিয়া, বহু যত্নে অগ্নি নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াও, সফল শ্রম হইতে পারেন নাই, কারণ জল ভাব। পাহাড়ে বহু দিবসাবধি বৃষ্টি হয় নাই। সেই হেতু পর্ব্বতস্থ নির্ঝর সকল স্থানে২ একেবারে শুস্ক হইয়া গিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা যে এখানে সকল লোকেরই জল কষ্ট হইয়াছে তাহা লেখা বাহুল্য। সুখের বিষয় যে এ প্রকার ভয়ানক অগ্নি কাণ্ডে একটীও মনুষ্য জীবন নষ্ট হয় নাই। ক্ষতি যৎপরোনাস্তি হইয়াছে, কোন২ দোকানদার একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

খরসান বাজারটী শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতির অধিকার মধ্যে। বর্দ্ধমানাধিপতির দান শীলতা যখন দেশ অতিক্রম করিয়া, বিদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত হইয়াছে তখন তিনি যে স্বীয় দুস্থ প্রজাদিগের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া উদাসীন হইবেন তাহা কখন সম্ভবে না। সেই হেতু, মহাশয়! সানুকম্পা প্রকাশে যদ্যপি উপরিউক্ত বিষয়টী ভবদীয় পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দানে তাঁহার মনাকর্ষণ করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা চির কৃতজ্ঞতন্তরে মহাশয়ের দেশ হিতৈষিতার ফলভোগী হইতে সক্ষম হই। কিমধিক মিতি।

দারজিলিং
২২ শে চৈত্র
সন ১২৮২।
} একান্ত বশম্বদ
শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়।

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়